জীবন-প্রদীপ।

প্রথম কল্প।

১। ঈশ্বর (God, the Absolute)

প্রেমময় দেবতাই ঈশ্বর।

১। স্বরূপ—

ঈশ্বরই (God, the Aboslute) অনাদি ও একমাত্র সত্য (Self-existent), জ্ঞানাধার (Self-conscious), অদ্বৈত—এক (Universal), অনন্ত-অসীম (Infinite) ও পূর্ণ (Perfect). প্রেম (Love, attachment), কারণ (Cause), সময় (time) ও আরও কতকগুলি বিষয় লইয়া জ্ঞান। ইহার ভিতর প্রেমই উজ্জ্বল জ্যোতি। জ্ঞান কাহার? আত্মার—মানব-আত্মার ও জীব-আত্মার। এই জীব-আত্মার স্থিতি পরমাত্মায়; পরমাত্মাই ঈশ্বর, কারণের কারণ ও অনাদি। আত্মা জ্ঞানের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। [illegible] (Self, ego); কিন্তু আত্মাতেই তিনি পরিসমাপ্ত ও [illegible]ান নাই; তিনি যে পূর্ণ, অনন্ত-অসীম, এক (Identity [illegible]); এই হেতু তাঁহার অনুশীলন (অনুসন্ধান) করিতে [illegible]ত্রের যে বৃহত্তর হইবার ইচ্ছা ও কার্য্য—প্রয়াস ইহাই অনুশীলন। [illegible] যে বৃহত্তর পরমাত্মার সহিত মিলনের প্রয়াস ইহাই [illegible] আত্মানুশীলনই (Self-culture) মনুষ্যত্বলাভ। আত্মা [illegible] পরমাত্মা; পরমাত্মায় আত্মার স্থিতি।

২। রূপ-কল্পনা—

প্রেমময় দেবতাই ঈশ্বর, প্রেম তাঁহার উজ্জ্বল ভাত্তি (expression). মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণই ঈশ্বরে আছে ; এইহেতু তিনি মহত্তর ও পূর্ণ ; ক্ষুদ্রের—জীবাত্মার, মানবাত্মার এই সমস্ত, জীবনের প্রারম্ভেই বুঝিয়া উঠা, ধারণা করা সুকঠিন, শূন্যে গৃহনির্ম্মাণ, আকাশ কুসুম ও অসম্ভব। এইহেতু অনন্ত-অসীমের সেবা ও উপাসনাদি প্রথমেই সম্ভবপর নহে, তাই রূপ (form) কল্পনা করিয়া লইতে হয়। রূপ-কল্পনা মনেই কর, আর বাহিরেই কর, মূল্য এক। "ঈশ্বর প্রেমময়" এ কথাতে দোষ নাই ; কারণ ঈশ্বরত প্রেমময় বটেই, কিন্তু তিনি শুধু প্রেমেই শেষ হইয়া যান নাই ; তাঁহাতে আরও কতকিছু রহিয়াছে ; এই হেতু তিনি পূর্ণ, অনন্ত ও অসীম।

একে বহু। ঈশ্বর (God, the Absoulte) স্বকীয় লীলা-ইচ্ছাহেতু (will, purpose.—Hegel) স্বকীয় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রভাবে আপনার ভিতরেই বহু—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়া, লীলা-কার্য্য—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছেন। এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তাঁহার ভিতরেই তাঁহার লীলা-ইচ্ছার ক্রমবিকাশানুযায়ী (Evolution of His will. —Hegel) হইতেছে ; হঠাৎ যাহা তাহা একটা কিছু(accidentally) হইতেছে না ; সমস্তই সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার সহিত হইতেছে। সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা জ্ঞানের কার্য্য ; ঈশ্বর (God, the Absolute) জ্ঞানাধার মানবের স্বাধীনতা (Free-choice) ও বাধ্যতা (Obligation আছে, ক্রমবিকাশের নিয়মানুযায়ী ইহার ক্রমানুশীলন না হইলে অভাব ও দুঃখ ; এই অভাব, দুঃখও পরে শ্রেয়ঃ হয়। সংসারে অভাব ভ্রমপ্রমাদ ও দুঃখ আছে (Pessimism) ; কিন্তু এই অভাবাদি ও

পরিণামে মঙ্গল ও শান্তি আনয়ন করে, শ্রেয়ঃ হইয়া দাঁড়ায়; এইহেতু অভাবাদিও মঙ্গল ও শান্তি (Optimism). আমরা ক্ষুদ্র, সমুদ্রে জল-বিন্দু, অভাবাদিই আমাদিগকে ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতেছে; ইহাই তাঁহার লীলা-ইচ্ছার ক্রম ও নিয়ম। ঈশ্বরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি; কিন্তু তিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেই পরিসমাপ্ত ও বিলীন হইয়া যান নাই; তাহাতে আরও কত কিছু আছে; তিনি অনন্ত-অসীম ও পূর্ণ; আমরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। ক্ষুদ্রই একত্রে বহু। এই বহুর ভিতর তাহার লীলা-ইচ্ছাই সামঞ্জস্য, বৈচিত্র্যের ভিতর সাম্য (Identity in Diversity.—Hegel). আমরা তাঁহারই দেওয়া স্বাধীনতা ও বাধ্যতা দ্বারা কার্য্য করি এবং তাঁহারই দেওয়া আত্ম-জ্ঞান (self-consciousness) দ্বারা এই সামঞ্জস্য বুঝিতে পারি। ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম (God, the Absolute) মূলে—অনাদি, অনন্ত-অসীম, অদ্বৈত—এক; লীলা-ইচ্ছাহেতু, সসীম, বহু (Diversity)—ভক্ত ও প্রেমময় ঈশ্বর, রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, পুত্র ও পিতা, যীশু ও পরমপিতা (Eternal Father), মহম্মদ ও ঐশ্বর্য্যময় ঈশ্বর, গৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণ ও জগন্মাতা, স্বামী ও স্ত্রী, বন্ধু ও বন্ধু, সেবক ও দরিদ্রনারায়ণ।

> "বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
> ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বরে?"—বিবেকানন্দ

এই স্থানেই দ্বৈতবাদ (Dualism), বহুবাদ (Pluralism) স্থূলদৃষ্টিহেতু জাগিয়া উঠে; কিন্তু পরিণামে, অন্তে—যাহা আদিতে অন্তে তাহাই, অনন্ত-অসীম, অদ্বৈত—এক।

> "ব্রহ্ম হ'তে হয় বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীয়য়।
> পুনরায় ব্রহ্মেতেই হ'য়ে যায় লয়॥"—চৈতন্যচরিতামৃত

যেমন শক্তিযোগে সমুদ্রের ভিতর জল-বুদ্‌বুদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সমুদ্র-জলেই হয়; সেইরূপ ঈশ্বরের লীলা-ইচ্ছায় তাঁহার ভিতরেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি—আদি, লীলা-কার্য্য-স্থিতি—মধ্য ও লীলা-সম্বরণ-লয়—অন্ত হয়।

"প্রসাদ বলে যা ছিলিরে,
তাই হবিরে নিদান-কালে;
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হ'য়ে সে মিলে জলে।"

নিদান-কাল অর্থ অন্ত, পরিণাম।

"তস্মিন্ প্রীতি স্তৎ প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ।"

সেবা ও উপাসনা, নাম-জপাদিতে তাঁহার লীলা-ইচ্ছা, ভক্ত ও সাধকের প্রাণে বিশেষভাবে কার্য্য করে; আমরা আনন্দ ও শান্তিতে আমাদের হৃদয়ে ইহা উপলব্ধি করিতে পারি; ইহাই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সকলের ভিতরই তাঁহার লীলা-ইচ্ছার বিকাশ, ভাতি (Expression, প্রকাশ) সত্যরূপে বিদ্যমান আছে; কিন্তু ভক্ত হৃদয়েই এই লীলা-ইচ্ছা বিশেষভাবে কার্য্য করে; ভক্ত তাহার বিশেষ কৃপা লাভ করেন। আমরা তাহারই দেওয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা ইহা বুঝিতে পারি। প্রেমময় ঈশ্বর এই অবস্থায় প্রেমময়রূপে ভক্তের অন্তরে ও বাহিরে দেখাও দেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

মহাপ্রভুচৈতন্যদেব, ভক্তরামপ্রসাদ, ঠাকুররামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আত্মানুশীলন কর, তাঁহার মহিমা ও মাধুর্য্য তোমাকে সার্থক করুক; তোমার জীবন ধন্য হইয়া যাউক।

"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি নারায়ণে,
সকল শিক্ষার সার রাখিও স্মরণে।"

নারায়ণ অর্থ—প্রেমময় দেবতা, পালন কর্ত্তা।

৩। আর্ত্ত—

আর্ত্তই ঈশ্বর লাভের অধিকারী। সকলেরই অভাব ও দুঃখ আছে।

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা।"—সাঙ্খ্যদর্শন

যদি জীবনের এ জ্বালা—দুঃখ দূর না হইল, তবে জীবনের প্রয়োজন? যদি জীবন মৃত্যুতেই উড়িয়া যায় (Materialism—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"—চার্ব্বাক), তবে কাল বিলম্ব না করিয়া আত্ম-হত্যা কর, দুঃখ মিটিয়া যাইবে; কিন্তু তাহা পার কি? কেন পার না?—প্রাণের মর্ম্মস্থান (intuition, সহজজ্ঞান) হইতে কে যেন বলিয়া দিতেছে "আমি আছি", "আমি সাধনা লভ্য", "আমি ভক্তি-ডোরে বাঁধা", "অভাব ও দুঃখে মরিয়া যাইও না, পরিণামে উহাই তোমার আনন্দ ও শান্তিস্বরূপ হইবে।" যদি সাধনালভ্য, তবে সাধনা কর; যদি ভক্তি-ডোরে বাঁধা, তবে ভক্ত হও; যখন তিনি আছেন, তখন আত্মানুশীলন (Self-culture) কর; দেখ জীবনের সীমা কোথায়, তোমার জন্ম সার্থক হইবে। ভক্ত ও সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"ভবে দাও দুখ মা, আমি দুখ চাই।
আমি কি দুখেরে ডরাই॥"

রামপ্রসাদ আর্ত্ত হইতে চান; আর্ত্ত না হইলে অভাববোধ না হইলে, কোন কিছুই হয় না। সংসার যে আত্মানুশীলন ব্যতীত দুঃখের আকর, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া লও, নতুবা কিছুই হইবে না; তোমার জীবন দুঃখে ও হাহাকারে ঈশ্বরহারা হইয়া কঠোর যন্ত্রণা পাইবে। অর্জ্জুনের প্রশ্নে ভগবান্ বলিলেন—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ ॥"—গীতা

হে অর্জ্জুন, চার প্রকার লোক আমাকে পায়,—

(১) আর্ত্ত, (২) জিজ্ঞাসু, (৩) অর্থার্থী ও (৪) জ্ঞানী। কিন্তু চারিটি দলের ভিতরেই অভাববোধ আছে, চার জনেই আর্ত্ত।

"তুমি আছ, তাই আমি আছি,
তুমি প্রাণময়, তাই আমি বাঁচি;
যত পাই তোমায়, আর তত যাচি;
যত জানি তত জানি নে।"—রবীন্দ্রনাথ

আর্ত্ত হও, অভাববোধ কর, নতুবা তোমার কিছুই হইবেনা। তুমি প্রেমময় দেবতা ঈশ্বরের পুত্র। অভাববোধ হইলেই তুমি সাধনা, শান্তি ও প্রেম পাইবে। নিরাশ হইও না, তোমার জীবন ধন্য হইবেই হইবে। প্রেম তোমার ভিতর আছে, প্রেম সাধনা লভ্য। আত্মানুশীলন কর, প্রেম ও প্রেমময় দেবতা সকলই পাইবে। ইহা চাই, উহা চাই, করিও না, প্রেম চাও। ঈশ্বর ভক্তি-ডোরে বাঁধা। ভক্তি প্রেমে পরিসমাপ্ত ও বিলীন হইয়া যায়।

৪। প্রেম—

"সা কস্মৈচিৎ পরমা প্রেমরূপা।"—নারদভক্তিসূত্র

প্রেমময় ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমভাব।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"—শাণ্ডিল্যসূত্র

ভক্তি, ভগবানে যৎপরোনাস্তি অনুরক্তি।

সকামকর্ম্মে দুঃখ, ইহা জানা প্রথম প্রয়োজন; তৎপরে ভক্তি। কর্ম্ম কঠোর হইলেও কর্ম্ম প্রথম চাইই চাই; ইহা পরে ভক্তির ভিতর দিয়া, প্রীতি-মধুরতার ভিতর দিয়া প্রেম-জ্ঞানে পরিসমাপ্ত ও বিলীন

হইয়া যায়; তখন আত্মার অত্যন্তই আনন্দ হয়; ঈশ্বর আনন্দময় ও প্রেমময়। ত্যাগ আত্মত্যাগে, আত্মত্যাগ ঈশ্বরে সমর্পিত হয়; এইরূপ হওয়াই আত্মানুশীলন।

৫। সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম—

সকামকর্ম্ম—ভোগ না হইলে, ত্যাগ—নিষ্কামকর্ম্ম হয় না। নিষ্কামকর্ম্ম জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম সমন্বয়ে অপূর্ব্ব বস্তু।

"সল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"—গীতা

এই নিষ্কাম-কর্ম্মের অল্পমাত্রও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে।

সকামকর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা আছে। নিষ্কামকর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা নাই; কিন্তু কর্ত্তব্য-বোধ ও উদ্দেশ্য (motive) আছে। উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম হয় না। নিষ্কামকর্ম্মে কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হয়। সকামকর্ম্মে ভোগ আছে, কিন্তু ত্যাগ নাই; ত্যাগ থাকেত তাহা লাভের প্রত্যাশায়। নিষ্কামকর্ম্মে ত্যাগ আছে, প্রত্যাশা নাই। সকামকর্ম্মে ভক্তি নাই, একটু সামান্য অনুরাগ—আসক্তি আছে মাত্র। নিষ্কাম-কর্ম্মে, প্রবল অনুরাগ ও ভক্তি আছে। এই অনুরাগ ও ভক্তিদ্বারা কর্ম্মফল—প্রিয়বস্তু, প্রিয়জনের চরণে—ঈশ্বরে সমর্পিত হয়। এই খানেই আত্মানুশীলনের বিশেষ পরিণতি ও মনুষ্যত্বলাভ। ইহাই প্রেম। প্রেমজ্ঞানে (১) কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ও উদ্দেশ্য; এবং (২) ভক্তি, অনুরাগ, প্রীতি, মধুরতা সমস্তই অপৃথক্ ভাবে রহিয়াছে। সকামকর্ম্মে ভোগের ভাব সম্পূর্ণ ও সামান্য অনুরাগ, আসক্তি আছে মাত্র। কর্ম্ম যখন ত্যাগের ও ভক্তির ভিতর দিয়া চলে, তখনই প্রেম-জ্ঞান অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট এবং ক্রমে স্পষ্ট হইতে আত্মাতেই স্পষ্টতর হয়। প্রেম-জ্ঞান ক্রমবিকাশানুযায়ী হয়; এক দিনে হঠাৎ হয় না। অস্পষ্ট প্রেম-জ্ঞান

হইতে কর্ম্ম, কর্ম্মে প্রেম-জ্ঞান স্পষ্ট হয় নাই ; ভক্তিযুক্ত কর্ম্মই স্পষ্ট প্রেম-জ্ঞান ; কিন্তু ইহা যখন সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরে সমর্পিত হয় তখন স্পষ্টতর প্রেম-জ্ঞান হয়।

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"—গীতা

সকল কর্ম্ম-ফল ভক্তিযুক্ত হইয়া জ্ঞানে শেষ হয়।

৬। প্রেমই ঈশ্বরের উজ্জ্বল ভাতি।

প্রেম (love, attachment), সময় (time), বস্তু (substance), কারণ (cause), আকাশ (space) ব্যতীত জ্ঞান বৃথা কথা। সময়, বস্তু, কারণাদি সকলই ঈশ্বরের ভাতি (expression, প্রকাশ), প্রেমেই এই বিষয় নিচয়ের চরিতার্থতা। প্রেমই ঈশ্বরের উজ্জ্বল ভাতি ; প্রেমময় দেবতাই ঈশ্বর।

"কেবল অনুরাগে তুমি কেনা,
প্রভু, বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞ যাগ,
তোমারে কি যায় জানা?"

তাঁহার নিকট বিদুরের ক্ষুদ্ অমৃতময়, রাজাধিরাজের ভোগ তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু। অনুরাগ অর্থ ভক্তি। যজ্ঞ করিলাম, ভোগ করিলাম সমস্তই কর্ম্ম, কিন্তু পাইলাম না। অনুরাগে তুমি আছ, ইহাই ভক্তি। কর্ম্ম ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রেম-জ্ঞানে পরিসমাপ্ত ও বিলীন হইয়া যায়।

আছ, আছ, আছ, সত্যরূপে আছ ;
জ্ঞানরূপে আছ, প্রেমরূপে আছ ;
পূর্ণরূপে আছ, এক হ'য়ে আছ ;
আরও আছ দেব আরও আছ॥

দ্বিতীয় কল্প।

প্রেম (নব্য দর্শন)

প্রেমময় দেবতাই ঈশ্বর, প্রেম তাঁহার উজ্জ্বল ভাতি। প্রেম আমাদের সহজজ্ঞান (Intuition), অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আছে; ইহা শুধু আমার নিকট তোমার নিকট সত্য নহে, সকলের ভিতরই আছে (Universal); এই প্রেম ব্যতীত মানব কর্ত্তব্যকর্ম্মই হউক, আর যাহাই হউক, কিছুই করিতে পারে না (Necessity). প্রেম (love, attachment) ব্যতীত একের সহিত অপরের সম্বন্ধ অসম্ভব॥
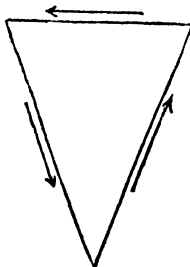
প্রেম, সময়, বস্তু, কারণ, আকাশাদি জ্ঞানই
মনের আদি ও মূল সূত্র (Category of the mind, ideally real).
সমন্বয়-মীমাংসা (Synthesis).
জ্ঞানবাদ।

ব্যাখ্যা—

বস্তু (Substance), সময় (time), কারণ (cause), আকাশের (Space) মত, প্রেম (love, attachment) সহজজ্ঞান; আত্মার

(Self) উজ্জ্বল ভাতি ; মনের আদি ও মূল সূত্র (Category of the mind, ideally real). প্রথমে প্রেম সকলের ভিতর অস্ফুট ও অস্পষ্ট ভাবে থাকে ; ক্রমে ক্রমে আত্মানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের ভিতর দিয়া কঠোরতার ভিতর দিয়া অগ্রসর হয় ; কিন্তু কর্ম্ম বড়ই কঠোর, কঠোরতায় অভাব, অভাবে কামনা ও কামনায় দুঃখ।

কর্ম্ম বড়ই কঠোর। কঠোরতার ভিতর প্রেমের স্থান বড়ই অল্প। তাই সকাম-কর্ম্মগুলি আশুপ্রীতিকর, প্রেয় হইলেও পরিণামে দুঃখ আনয়ন করে, শ্রেয়ঃ হয় না।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।"—বিষ্ণুপুরাণ

ভক্তিহীন কামনাযুক্ত কর্ম্মই দুঃখ, এখানে এই শিক্ষা হয়। তৎপরে কর্ম্মবাদ (thesis, বাদ)—নেতি—ইহা নহে বলিয়া প্রতিবাদস্বরূপ (antithesis) ভক্তিবাদে আসিয়া পরে। ভক্তির রাজ্য বড়ই প্রীতি-মধুর। ভাব ত্যাগে, ত্যাগ আনন্দে বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে ভাব আছে, অভাব নাই ; ত্যাগ আছে, কামনা নাই ; আনন্দ আছে, দুঃখ নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগগুলিও প্রীতি ও আনন্দ দায়ক ; ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়াই বৃহত্তর বস্তু লাভ হয়। দান কর, দয়া কর, আনন্দ ও শান্তি পাইবে। আত্মানুশীলনই এই আনন্দ আত্মপ্রসাদরূপে প্রদান করে। মানবাত্মাতেই ইহার আস্বাদ পাওয়া যায়। এস্থলে এই শিক্ষা হয় যে কর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন উদ্দেশ্য-ত্যাগ-ভক্তি যুক্ত কর্ম্মই আনন্দ। প্রেম বাদ দাও ভাবজগত চিরকাল ঘোর তিমিরাবরণে ডুবিয়া থাকিবে। যেমন বস্তু (Substance) ও আকাশ (Space) অস্বীকার করিলে আমরা কোন দ্রব্যেরই স্থিতি বুঝিতে পারিনা ; কারণ (cause) বাদ দিলে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ছুটিয়া যায় ; সময় (time) বাদ দিলে ভূত, ভবিষ্যৎ,

বর্ত্তমান কালের হিসাব, ব্যবধান থাকে না। সেইরূপ প্রেম বাদ দিলে ভক্তি, অনুরাগ, স্নেহ, প্রীতি, মধুরতা সমস্তই মিথ্যাকথা হইয়া যায়। প্রীতি-মধুরতা যখন আছে, তখন প্রেমও আছে। কেহ বা দাম্পত্য প্রীতিতে, কেহ বা পিতামাতার উপর শ্রদ্ধায়, কেহ বা স্নেহাস্পদের প্রতি স্নেহে, কেহ বা বন্ধুর অনুরাগে, এই প্রেমের আস্বাদ পাইয়া থাকেন। প্রেম সকলের নিকটই এক, শুধু প্রকার ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির আশা, ইচ্ছা ও অনুশীলন অনুযায়ী পৃথক্। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, প্রেমের আদর্শ। প্রেম না থাকিলে এ সমস্তই ভিত্তিহীন হইয়া দাঁড়ায়।

"নাসতোবিদ্যতে ভাবঃ।"—গীতা

"Out of nothing, nothing comes."

যখন প্রীতি, শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও স্নেহ প্রভৃতি আছে, তখন প্রেম জাজ্জ্বল্যমান সত্য, সহজজ্ঞান (intuition); আত্মাতে ইহার স্থিতি। প্রেম ক্রমবিকাশানুগামী। ইহা প্রথমে আত্মাতে অস্পষ্ট ও অস্ফুট থাকে; ক্রমে আত্মানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট (indistinct) হইতে স্পষ্ট (distinct) এবং স্পষ্ট হইতে আত্মাতেই স্পষ্টতর হয়। আমরা আত্মজ্ঞান (Self-consciousness) দ্বারা ইহা বুঝিতে পারি। জ্ঞানই সমন্বয়-মীমাংসা (Synthesis). কর্ম্ম ভক্তিযুক্ত হইয়া জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত ও বিলীন হয়।

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"—গীতা

প্রেম আত্মানুশীলন (Self-Culture, Self-realisation) সাপেক্ষ।

তৃতীয় কল্প।

প্রেম—ইতিহাস।

আমরা চারিটি ধর্ম্মপ্রচারকের কথা শুনিয়া থাকি। সকলেই ভগবানে ভক্তি-শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; প্রেম-জ্ঞানই মূল ও আদি; ভক্তির স্পষ্টতর বিকাশে প্রেম। প্রথম বুদ্ধ (জন্ম ৫৬৭ খৃঃ পূঃ—মৃত্যু ৪৮৭খৃঃ পূঃ—V. Smith), দ্বিতীয় যীশুখ্রীষ্ট, তৃতীয় মহম্মদ (জন্ম ৫৭০ খৃঃ—মৃত্যু ৬৩২ খৃঃ) ও চতুর্থ গৌরাঙ্গ (জন্ম ১৪৮৫ খৃঃ—মৃত্যু ১৫৪৩ খৃঃ)। "প্রচার কার্য্যে বুদ্ধ ও তাঁহার গণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। যেহেতু এই বৌদ্ধধর্ম্ম আমেরিকা পর্য্যন্ত গিয়াছিল, ইহার চিহ্ন আমেরিকার অনেকস্থলে দেখা যায়। কলাম্বসের পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ আমেরিকায় গমন করেন।"—অমিয়নিমাইচরিত।

"আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যার।"—দ্বিজেন্দ্রলাল

"কৃষ্ণোঽস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"—শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার; তাঁহার কথা আমরা মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি হিন্দু-শাস্ত্রে পড়িয়া থাকি; কিন্তু উপরোক্ত চার জন ধর্ম্মপ্রচারক যে ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। তবেই ভক্তের মনে দুঃখ দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একটু দূরে রাখিয়া দিলাম। বিরহ প্রয়োজন, বিরহ ব্যাকুলতা আনে; ব্যাকুলতা না হইলে ঈশ্বর পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের ভিতর যেরূপ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও পূর্ণতা দেখা যায়, এ পর্য্যন্ত কোন অবতারের ভিতর সেরূপ প্রতিভা ও পূর্ণতা দেখা যায় না; যেমন যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের মত কম লোকেই যুদ্ধ করিতে পারিতেন। তাঁহার জন্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবেরা জয়লাভ করেন; যুদ্ধ শুধু অস্ত্র ধারণেই হয় না, জ্ঞান, বিজ্ঞান,

কৌশল এবং কৃতকর্ম্মতার উপর ইহা নির্ভর করে। নেপোলিয়নের জীবনী ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যুদ্ধের হিসাবে উপরোক্ত চারিটি ধর্ম্মপ্রচারক বাদ পড়িয়া গেলেন ; ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা। মহম্মদ ও যুদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ নহে, সামান্য ঝগড়া মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানের পরিচয় গীতা—জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম সমন্বয়ে নিষ্কাম-কর্ম্মবাদ, জন্মান্তর-বাদ ও ঈশ্বর-বাদ। ইহাতে বেদও আছে, কোরাণও আছে, বাইবেলও আছে, বুদ্ধ-বাণী ধম্মপদও আছে ; ইহা ছাড়া অনেক নূতন কথাও আছে। গীতা পুরাণ গ্রন্থ, কিন্তু নূতনত্বে পূর্ণ। সে জ্ঞান পাশ্চাত্য দার্শনিকের এখনও অনধিগম্য। সেবাতে শ্রীকৃষ্ণ যীশুর সমকক্ষত বটেই, কিন্তু তাহা হইতে আরও যেন কি একটা বস্তু তাঁহার ভিতর আছে, যাহা বাইবেলে পাওয়া যায় না ; এটি মাধুর্য্য রস। খুবই শ্রদ্ধার সহিত বাইবেল খুজিলাম কিন্তু পাইলাম না। যীশুকে খুবই ভালবাসি, একটা মানুষের মত মানুষ, অবতার। অবতার অর্থ মহাপুরুষ, ভগবান্ বল দোষ নাই।

"ভক্তিতে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

God is attainable only by faith.—Kant

ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের ভিতর যেমন দেখা যায়, এমন কাহারও ভিতর নাই। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার ভক্তি-রসেরই পূর্ণ প্রভাব তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাই। জগতের ইতিহাসে এরূপ অপূর্ব্ব মহাপুরুষ, অবতার, আর কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সেবাতেও শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ।

বুদ্ধের ভিতর শান্তরস ও বাৎসল্যরসের বিকাশ বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া বুঝিতে পারিয়াছি। সাম্রাজ্যত্যাগ, সংসারবাসনাত্যাগ শান্ত-রসের গুণ। অনেকে বলেন বুদ্ধ ঈশ্বরের কথাত কিছুই বলেন নাই ;

তিনি ঘোর নাস্তিক। একথা সর্ব্বৈব ভুল। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা একটু শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর প্রবেশ করুন; তবেই বুঝিতে পারিবেন, বুদ্ধদেব নাস্তিক কি আস্তিক।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।"—গীতা

জন্মান্তরবাদ ও নির্ব্বাণবাদ নাস্তিকের কথা নহে।

নির্ব্বাণ দুই প্রকার—(১) সোপাধিশেষ ও (২) অনুপাধিশেষ। নির্ব্বাণ অর্থ ধ্বংস নহে, তৃষ্ণার—পশুত্বের—অহংজ্ঞানের—দুঃখের আত্যন্তিক ও সম্পূর্ণ নিবৃত্তি। (১) দুঃখ, (২) দুঃখ-হেতু, (৩) দুঃখ-নিরোধ ও (৪) দুঃখ-নিরোধ-উপায় এই চতুর্ব্বিধ আর্য্যসত্যের উপলব্ধি দ্বারা তৃষ্ণা-কামনা-পশুত্ব-অহংজ্ঞানের বিনাশই বৌদ্ধ-নির্ব্বাণ।

"নাস্ত্যন্তরে হ্যস্য নাশো যথা চ বর বোধি লব্ধা।"—ললিতবিস্তর

উত্তরকালে অর্থাৎ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তিতেও ইহার (বুদ্ধের) বিনাশ নাই, কেননা ইনি (বুদ্ধদেব) শ্রেষ্ঠ বোধি (বিশুদ্ধ জ্ঞান) লাভ করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব নাস্তিক হইবার জন্য রাজ্যত্যাগ করেন নাই; এই কথাই যথেষ্ট। বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞান প্রধান। বুদ্ধ হিন্দুর নিকট বিষ্ণুর অবতার।

"কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর; জয় জগদীশ হরে।"—জয়দেব

যীশুকে ঘৃণা করিও না। এমন পবিত্র জীবন কোথায় পাইবে—ধন্য খৃষ্টীয়ান্ তোমরা যীশুর ভক্ত। যীশুর ভিতর অনেক ভাল জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। যীশু পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে সেবা করিতেন, পরিতপ্ত জনগণের হিতার্থে করুণা-ভিক্ষা চাহিতেন, এবং ঈশ্বরকে মহিমাময়—ঐশ্বর্য্যময় দেখিতেন। ইহা দাস্য-রসের গুণ

যীশুর ভিতর শুধু দাস্য-ভক্তির বিকাশই দেখা যায়; কিন্তু খৃষ্টানধর্ম্মে ভক্তির কথা অতি অল্প, নীতির কথাই অধিক। ইহা করিও না দণ্ড পাইবে, ইহা করিও পুরস্কার পাইবে; ইহাই খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রধান কথা। ভগবান্ বলিলেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ॥"—গীতা

মহম্মদের ভিতর ভক্তির ভাব বেশ আছে, তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য্য-পূজার বিধি দিয়া গিয়াছেন। "আল্লা আক্‌বর্"—ঈশ্বর মহিমাময়, "God is great."—Carlyle. ঈশ্বর মহিমাময়—মহম্মদ তাঁহার সেবক। ঐশ্বর্য্যময় দেখা ও ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে সেবা, দাস্য-রসের গুণ; মহম্মদের ভিতর দাস্য-ভক্তিরই প্রাধান্য দেখা যায়।

শ্রীভগবানের মাধুর্য্য-পূজা কেবল বৈষ্ণব-ধর্ম্মেই আছে, আর কোনও ধর্ম্মে নাই। দাস্য-ভাবে সাধনও বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে, এস্থলে ভগবান্ প্রেমময় ও ঐশ্বর্য্যময়। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই দুই ভাব শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের ভিতর পূর্ণরূপে আছে, ইহাই বিশেষত্ব; মাধুর্য্যরসের বিকাশ প্রথম তিনটী ধর্ম্ম-প্রচারকের ভিতর নাই। ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তি-অনুরাগই প্রেম। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রেম প্রথমে, মধ্যে ও শেষে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যেমন ভক্তি-সাধন করিয়াছে, এমন কোন ধর্ম্মপ্রচারকের ভিতর দেখিতে পাই না। যত প্রকার ভাবে ভক্তিসাধন হইতে পারে, তাহার পূর্ণ বিকাশ বৈষ্ণব-গ্রন্থে আছে। গৌরাঙ্গই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাণ। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, ভক্ত ও ভগবান্ একই; কোনও পার্থক্য নাই। বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈদান্তিক ধর্ম্মের উপর স্থাপিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা পাঠ করিয়া ইউরোপীয়গণ বিস্মিত ও চমকিত হন।

গৌরাঙ্গ তদীয় ভক্তবৃন্দের নিকট বলিতেছেন—

"ব্রহ্ম হ'তে হয় বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীয়য় ;
পুনরায় ব্রহ্মেতেই হ'য়ে যায় লয়।"—চৈতন্যচরিতামৃত

ব্রহ্ম অর্থ ঈশ্বর (God, the Absolute), পরমাত্মা।

সকল ধর্ম্মেই চেষ্টা করিয়া ভক্তির কথা জানিতে হয় ; কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রেই ভক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকশিত। প্রথম পাতা হইতে গ্রন্থের শেষ পাতা পর্য্যন্ত ভক্তির কথা। জয় প্রভুগৌরাঙ্গ, তুমিই প্রীতির সাধক ; ভক্তির ইতিহাসে পূর্ণাঙ্গ সনাতন বস্তু। তোমার ভক্তদিগকে আমি প্রণাম করিতেছি। তুমি জ্ঞানাতীত পুরুষ ; প্রেমের অবতার। ইতিহাস বলিতে যাইয়া সাম্প্রদায়িকতা আনি নাই ; সরল, সহজ ভাবে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই বলিলাম।

"All great men are at bottom the same."—Carlyle

সকল মহাপুরুষগণের হৃদয় একই উপাদানে গঠিত।

শ্রীকৃষ্ণের ভিতর জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম সমন্বয় দেখি। বুদ্ধের জ্ঞান ও শান্ত-ভক্তি ; যীশুর দাস্য-ভক্তি ও নীতির কথাই প্রধান। মহম্মদের ভিতর কর্ম্মের ভাবই প্রধান, দাস্য-ভক্তিও আছে ; কিন্তু গৌরাঙ্গের ভিতরই পূর্ণাঙ্গ ভক্তি। ভক্তিই প্রেমে পরিসমাপ্ত ও বিলীন হইয়া যায়।

"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন।"

এইখানেই ইতিহাস ফুরাইল। মহাপুরুষ দেবতাদের কথা সমালোচনা করিতে নাই, সমালোচনা করিতে গিয়া অপরাধ করিলাম।

চতুর্থ কল্প।

প্রেম—শাস্ত্র।

প্রেমময় দেবতাই ঈশ্বর, প্রেম তাঁহার উজ্জ্বল ভাতি। প্রেম আমাদের সহজজ্ঞান (Category of the mind like Space, Substance, time, Causation), সকলের নিকটই সত্য, ইহার আবশ্যক সকলেরই, নতুবা সংসার দুঃখের আকর।

"সম্যঙ্‌ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

যাহাদ্বারা অন্তঃকরণ সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হয়, যাহা অতিশয় মমতাযুক্ত এবং যাহা অতিশয় ঘনীভূত, এইরূপ যে ভাব তাহাকে পণ্ডিতগণ প্রেমাখ্যা দিয়া থাকেন।

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥"—নারদপঞ্চরাত্র

অন্য কোন বিষয়ে মমতা না থাকিয়া একমাত্র বিষ্ণুতে যে প্রেম যুক্তা মমতা তাহাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি 'ভক্তি' বলিয়া থাকেন।

"সা কস্মৈচিৎ পরমা প্রেমরূপা।"—নারদভক্তিসূত্র

ঈশ্বরের উপর পরম প্রেমভাব।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"—শাণ্ডিল্যসূত্র

ভক্তি, ভগবানে যৎপরোনাস্তি অনুরক্তি।

বুদ্ধদেব বলিলেন—

"মৈত্রীবলেন জিত্বা পীতো মেহর্শ্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।"—ললিতবিস্তর

আমি বোধিমূলে বসিয়া প্রেমবলে তৃষ্ণা ও দুঃখায়তন জয় করিয়া অমৃতরস পান করিয়াছি। মৈত্রীভাব হইলে, কামনা, আসক্তি দূর হয়, ত্যাগ আসে, তখন প্রেম-জ্ঞান হয়।

"অবিরত বহে, নয়নক বারি,
যেন বরিষয়ে জলধারা।
ও দুখ মরমে, সেই সে জানয়ে,
এমন পিরীতি যারা॥
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
গলায় হার পরিনু।
জাতি-কুল-শীল, দূরে তেয়াগিয়া,
পরাণ নিছিয়া দিনু॥
সই লো পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান, সব করে আন,
না শুনে ধরম কথা॥
জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি,
হইল যাহার সঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি,
নিতুই নূতন রঙ্গ॥"

যাহার ভিতর প্রেমের বিকাশ হইয়াছে, তাহার সহিত জাতি-কুল-শীল-বদ্ধ সমাজের বাহ্য সম্বন্ধ থাকে না; প্রিয়তম ঈশ্বরই তাহার ধ্যান ও জ্ঞান হয়। এই অবস্থায় ভক্ত শুধু ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে জীব ও জগতের সেবায় আত্মানন্দ লাভ করেন।

"পিরীতি উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
তাহার উপরে ভাব।
ভাবের উপরে, ভাবের বসতি,
তাহার উপরে লাভ ॥
প্রেমের মাঝারে, পুলকের স্থান,
পুলক উপরে ধারা।
ধারার উপরে, ধারার বসতি,
এ সুখ বুঝয়ে কারা ॥
ফুলের উপরে, ফুলের বসতি,
তাহার উপরে গন্ধ।
গন্ধ উপরে, এ তিন আখর,
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ ॥
কুলের উপরে, কুলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউর উপরে, ঢেউর বসতি,
ইহা জানে কেউ কেউ ॥
দুখের উপরে, দুখের বসতি,
কেহ কিছু ইহা জানে।
তাহার উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥"

প্রেমের অস্পষ্ট বিকাশে আসক্তিযুক্ত কর্ম্ম-ভাব; ইহা পরিণামে যে শ্রেয়ঃ হয় না, এই জ্ঞান হইলেই ত্যাগভাব আসে, ত্যাগেই আনন্দ। এই স্থানে ভক্তির ভাব জাগিয়া উঠে, ইহার লক্ষণ প্রীতি-মধুরতা। ক্রমে প্রীতি বিনিময়ে নির্ম্মল প্রেমভাব স্পষ্ট হয়;

এই প্রেম প্রিয়তম ঈশ্বরে পরিসমাপ্ত হয়। কেহ কখনও কাহাকে প্রাণ খুলিয়া ভাল না বাসিয়া থাকিলে, এ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। পিরীতি অর্থ প্রীতি, প্রেম।

"আমরা দেখি তাঁহার সৃষ্ট যে মনুষ্য তাহাতে প্রেম আছে, যাহা তাঁহার সৃষ্ট বস্তুতে আছে তাহা তাঁহাতে নাই, ইহা হইতে পারে না; অতএব তাঁহার যদি প্রেম না থাকিবে, তবে তিনি মনুষ্যকে প্রেম কি করিয়া দিলেন?"—অমিয়নিমাইচরিত।

"হায় রে হায়, প্রেমিক যে জন, সে কেন চায় ভালবাসা,
দিলে নিলে বদল পেলে, ফুরায়ে গেল প্রেম-পিয়াসা।
প্রেমে চায় ভালবাসি, পরাব না পর্‌বো ফাঁসি,
চায়না প্রেম কেনা-বেচা, ভালবেসে পূরায় আশা।"—গিরিশঘোষ।

ভালবাস, প্রতিদান চাহিও না।

"ভাব, অনুরক্তি গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণতি হইলে ঈশ্বরের স্মরণ, মনন, কীর্ত্তনাদি দ্বারা ক্রমশঃ জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়।"—অশ্বিনীকুমার দত্ত।

পঞ্চম কল্প।

প্রেম—ভক্তির লক্ষণ।

"তৎপরিশুদ্ধিশ্চ গম্যা লোকবল্লিঙ্গেভ্যঃ॥"—শাণ্ডিল্যসূত্র।

প্রিয় ব্যক্তির কথা হইলে যেমন মন আনন্দে আত্মহারা হয়, অশ্রু পুলকাদি হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভক্তি পরিশুদ্ধিও সেইরূপ অশ্রু ও পুলকাদি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

"পিচকারী সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
ফুলে ফুলে কাঁদি প্রভু আকুল হইল॥"—গোবিন্দদাস।

কালতীর্থে বরাহদেবের মূর্ত্তি দেখিয়া গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর ভক্তির আবেগে প্রবল বেগে অশ্রু নিপতিত হয়। তুমি আমি কাঁদি, কিন্তু এরূপ হয় কি ? কাঁদ, কাঁদ, কাঁদা ভাল,—বড়ই সুখের ও শান্তির বস্তু।

"গীতা, আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে।
পুলকাশ্রু কম্পস্বেদ যাবত পঠনে॥"—চৈতন্যচরিতামৃত।

এক ব্রাহ্মণের বিদ্যা অধিক ছিল না; তিনি গীতা অশুদ্ধ ভাবে পড়িতেন; ইহাতে লোকে উপহাস করিত। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গীতাপাঠে তোমার এমন ভাব আসে কেন ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন,

"অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ দেখিবারে পাই।
সেই লোভে গীতা পড়ি, সন্ন্যাসী গোসাঞি॥".

গৌরাঙ্গ বলিলেন,—"তোমারই গীতাপাঠে অধিকার অন্যের পক্ষে বৃথা।"

"সম্মান বহুমান প্রীতি বিরহেতরবিচিকিৎসা মহিমখ্যাতি-
তদর্থপ্রাণস্থান তদীয়তা সর্ব্বতদ্‌ভাবাপ্রাতিকূল্যাদীনিচ স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ।"
—শাণ্ডিল্যসূত্র

স্মৃতিগুলি হইতে অনেক ভক্তি-লক্ষণ জানিতে পাই যথা ঃ—

(১) সম্মান, (২) বহুমান, (৩) প্রীতি, (৪) বিরহ, (৫) ইতরবিচিকিৎসা, (৬) মহিমা-খ্যাতি, (৭) তদর্থপ্রাণস্থান, (৮) তদীয়তা, (৯) সর্ব্বতদ্‌ভাব, (১০) অপ্রাতিকূল্য প্রভৃতি।

(১) সম্মান—

"প্রত্যুত্থানংত্ কৃষ্ণস্য সর্ব্বাবস্থো ধনঞ্জয়ঃ।
ন লজ্ঞয়তি ধর্ম্মাত্মা ভক্ত্যা প্রেম্না চ সর্ব্বদা।"—মহাভারত

ধনঞ্জয় সর্ব্বদা এবং সকল অবস্থাতে শ্রীকৃষ্ণের আগমন মাত্র তদ্‌গত চিত্তে ও প্রেমের সহিত প্রত্যুত্থান করিয়া থাকেন, কখনও তাহা লঙ্ঘন করেন না।

(২) বহুমান—

"মধুময় তুমি নাথ, মধু, মধু, মধু।"

হে ঈশ্বর, তুমি আনন্দ ও শান্তির আদর্শ ও আধার।

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলি জানহে তুমি॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা,
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে,
বুঝিতে না পারি রীতি॥
মায়ের যেমন, বাপের তেমন,
তেমতি বরজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে,
সে সব গোচর তরে॥
সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি,
তোহারি আনন্দে ভাসি।

তোহারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি ॥
চণ্ডীদাসে বলে, শুনহ সকলে,
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া, কথন কহিলে,
তুলনা নাহিক তার ॥”

হে প্রিয়তম ঈশ্বর, তুমি অন্তর্য্যামী ; আমার হৃদয়ের সমস্ত বিষয় ও বাসনাই অবগত আছ, আমি অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ও হীনমতি ; তুমিই আমার আদর ও গৌরব বাড়াইয়াছ ; ইহাই বহুমান।

“বঁধু তোমার গরবে, গরবিণী আমি,
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি, ও দুটী চরণ,
সদা লইয়া রাখি বুকে ॥
অন্যের আদরে, অনেক জনা,
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
প্রিয়তম করি মানি ॥
নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ,
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাসে কয়, তোমার পিরীতি,
অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥”

প্রিয়জনের প্রতি এইরূপই সম্মান ও অনুরাগ প্রয়োজন ; প্রেম এত মধুময়।

"কৃষ্ণ কাল, তমাল কাল।
তাই কাল বরণ ভালবাসি।"

শ্রীকৃষ্ণ কাল, তাই কাল তমাল ও কালবরণ ভালবাসি; ভক্তের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার কথা। বহুসম্মানের উত্তম দৃষ্টান্ত।

"তাই কালরূপ ভালবাসি,
কাল জগন্মোহিনী মা এলোকেশী।"—রামপ্রসাদ।

(৩) প্রীতি—

"এসো, এসো, বন্ধু, এই আধ অঞ্চলে এসো বোসো, বন্ধু।
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
দেখিতে তোমার মুখ, উপজয়ে কত সুখ,
সেইত পরাণ আমার সাক্ষী।"

হে প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ, এস দূরে থেকনা। আমার বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা তোমার বসিবার আসন করিয়া দিতেছি। আমি তোমাকে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিব। ঈশ্বরের সন্দর্শন যে কি শান্তিময়, ভক্ত, তুমিই জান। প্রীতি ও অনুরাগের ইহা উত্তম উদাহরণ।

"বঁধু, পরশ মনিহে,
তোমার ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার,
সোনার বরণ খানি হে।"—চণ্ডীদাস।

সোনার বরণ অর্থ পবিত্রতা। ঈশ্বর নির্ম্মল, তাঁহার স্পর্শে শরীর ও মন পবিত্র হইয়া যায়।

(৪) বিরহ—

আরম্ভ—

"সই, দেখিয়া গৌরাঙ্গচাঁদে,
হইনু পাগলী, আকুলী, ব্যাকুলী, পড়িনু পিরীতি ফাঁদে॥
সই, গৌর যদি হৈত পাখী,
করিয়া যতন, করিতু পালন, হিয়া-পিঞ্জিরায় রাখি॥
সই, গৌর যদি হৈত ফুল,
পড়িতাম তবে, খোপার উপরে, দুলিত কানেতে দুল॥
সই, গৌর যদি হৈত মতি,
হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা যে হইত অতি॥
সই, গৌর যদি হৈত কাল,
অঞ্জন করিয়া রঞ্জিতাম আখি, শোভাযে হইত ভাল॥
সই, গৌর যদি হৈত মধু,
জ্ঞানদাস কহে আস্বাদ করিয়া মজিত কুলের বধূ॥"

প্রথম দর্শনেই প্রীতি, ঐশ্বরিক প্রেমের এইখানেই চরিতার্থতা। ভালবাস, প্রেমের রাজ্য গড়িয়া তোল; সংসার সুখ ও শান্তির রাজ্য গড়িয়া উঠুক। মলিনতা আনিও না, প্রেম পরম পবিত্র। ইহাতে এত অনুরাগ আছে যে, গৌরাঙ্গকে দেখিয়া পাইব না ভয় হইয়াছে; তাই তাহাকে নিজের করায়ত্ত করিতে প্রয়াস। ভক্তের অধীন ভগবান্ না হইলে ভক্তের দিন চলেনা। এখানে এই সত্য আছে। অদর্শন রূপ বিরহ বেদনাও আছে। "মজিত কুলের বধূ" অর্থ স্ত্রী যদি স্বামীর উপর ঐকান্তিক ভালবাসা ও ভক্তির বিকাশ, ত্যাগ ও সেবাদ্বারা করিতে পারেন, তবেই তিনি সতী-সাধ্বী। সতীর জীবন

বিমল ও পবিত্র। এরূপ পবিত্রাত্মা হইলেই দাম্পত্য প্রেমের ভিতর দিয়া (medium) প্রেমময় ঈশ্বরের রসাস্বাদ হয়, ঐশ্বরিক প্রেম কেমন জানা যায়, জানিলেই মজিতে হয় অর্থাৎ আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়; ইহাই জ্ঞানদাসের শিক্ষা। ভক্ত না হইলে এ ভাবের মধুরতা হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। গৌরাঙ্গ অর্থ প্রেমময় ঈশ্বর, পবিত্রতার আধার।

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
নাজানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥"

ভক্ত সাধকগণ ঈশ্বরের নাম-জপ করিয়া আনন্দ ও শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। শুধু নাম-জপ করিয়া যদি এত শান্তি পাওয়া যায়, তবে তাঁহার চরণ-স্পর্শে আরও কত অধিক শান্তি হয়, তাহাই ভক্ত

ভাবিয়া আকুল। ঈশ্বর দর্শনরূপ শান্তি যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তিনি কখনও তাহা ভুলিতে পারেন না ; ঈশ্বরই তাঁহার একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান হয় ; ইহাই চণ্ডীদাসের শিক্ষা।

"গোরা জানা নাহি ছিল, তখন আছিনু ভাল ;
কাল কাটাতাম আমি সুখে।
গৌর নাম কাণে গেল, কেবা সেই মন্ত্র দিল,
হুতাশে পিয়াসে মরি দুখে ॥"—অমিয়নিমাইচরিত

মধ্য—

"হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ শুকায়ব,
কো দূর করিব পিয়াসা ॥
চন্দন তরু যব, সৌরভ ছোড়ব,
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামনি যব, নিজ গুণ ছোড়ব,
কি মোর করম অভাগী ॥
শ্রাবণ মাহ ঘন, বিন্দু না বরিখব,
সুরতরু ঝাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি, ঠাম নাহি পায়ব,
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে ॥"

কো অর্থ কোথায় ; ইহ, এই ; সিন্ধু, সমুদ্র ; শুকায়ব, শুখাইবে ; যব, যদি ; ছোড়ব, ছাড়িবে ; বরিখব, বর্ষণ করিবে ; আগি, অগ্নি ; মোর, আমার ; শ্রাবণ মাহ, শ্রাবণ মাস, বর্ষাকাল ; সুরতরু, দেববৃক্ষ,

কল্পতরু ; ঝাঁঝকি ছন্দে,ফল হীনের ন্যায় ; ঠাম, স্থান ;পায়ত, পাওয়া যাইবে ; ধন্দে, সন্দেহ।

"দুকাণ পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ,
বঁধুপথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই ॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনী,
বঁধুর শব্দ শুনি ॥
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু,
মরমে রহিল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ ছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসা গে যমুনাজলে ॥
কুঙ্কুম কস্তূরী, চুবক চন্দন,
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বূল বিরস, ফুলহার ফণী,
দংশিছে হৃদয়ে যেন ॥"—চণ্ডীদাস।

"রাধে, আর মালা গাঁথ কি কারণ?
যার লাগি গাঁথ মালা, সে গেছে মথুরাভবন।

গেঁথেছ মালতি মালা, মালা হ'বে জপ-মালা,
সে মালা ভুজঙ্গ হ'য়ে করিবে দংশন ॥"

"রজনী জাগিয়া গোরা থাকে।
হা নাথ হা নাথ বলিয়া ডাকে ॥
প্রভাতে উঠিয়া গোরা রায়।
চঞ্চল লোচনে সদা চায় ॥"—লোচনদাস।

"দেখা দাও, দেখা দাও" বলিয়া গৌরাঙ্গ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তরে কাঁদিয়া আকুল হইলেন ; ইহাই বিরহ বেদন।

অন্ত-

"আজু রজনী হম, ভাগে পোহায়নু,
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দ।
জীবন যৌবন, সফল করি মাননু,
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মানল,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল,
টুটল সবহু সন্দেহা ॥
সোই কোকিল, অব লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব, লাখ বাণ হোউ,
মলয়-পবন বহু মন্দা ॥
অব মঝু যব, পিয়াসঙ্গ হোয়ত,
তবহি মানব নিজ দেহা।

বিদ্যাপতি কহ, অলপভাগি নহ
ধনি ধনি তুয় নব নেহা ॥”

আজু অর্থ আজ, অদ্য ; হম, আমি ; ভাগে, ভাগ্যে ; পোহায়নু, কাটাইলাম ; পেখনু, দেখিলাম ; মুখ-চন্দা, মুখচন্দ্র ; মাননু, মানিলাম ; দশ-দিশ, দশদিক্ ; ভেল, হইল ; নিরদন্দা, দন্দরহিত ; টুটল, দূর হইল ; মঝু, আমার ; গেহ, গৃহ ; মানল, মানিলাম ; দেহা, দেহ ; বিহি, বিধি ; হোয়ল, হইল ; সবহু, সমস্ত ; ডাকউ, ডাকুক ;অব, এখন ; হোউ, হ’ক ; বহু, বহুক ; যব, যখন ; তবহি, তখন ; তুয়, তোমার ; ধনি, ধন্য ; নব, নবীন ; নেহা, স্নেহ, অনুরাগ ।

“কৃষ্ণরে বাপ্‌রে মোর জীবন শ্রীহরি ।
কোন দিকে গেলে মোর প্রাণ করি চুরি ॥
আর্ত্তনাদ করে প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ।
কোথা গেলে কৃষ্ণনিধি ছাড়িয়া আমারে ॥”—চৈতন্যভাগবত

“নিশি দিন তোমার বিরহে ব্যাকুল প্রাণ ।
হে মোর হরি, তৃষিত চাতকীসমান ॥”—অমিয়নিমাইচরিত

“শুনলো শুনলো বালিকা, রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জে কুঞ্জে ফেরনু সখি, শ্যামচন্দ্র নাহিরে ;
শ্যামচন্দ্র নাহিরে ।
“দুলই কুসুম মঞ্জরী, ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরী,
অলস যমুনা বহই যায়, ললিত গীত গাহিরে ;
শ্যামচন্দ্র নাহিরে ।

শশী সনাথ যামিনী, বিরহ বিধুরা কামিনী,
কুসুম হার ভইছে ভার, হৃদয় তার দহিছে ;
অধর উঠই কাঁপিয়া, সখি করে কর আপিয়া,
কুঞ্জ ভবনে পাপিয়া, কাহে গীত গাহিছে,
শ্যামচন্দ্র নাহিরে।
মৃদু সমীর সঞ্চরে, হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
বালি হৃদয় চঞ্চলে, কানন পথ চাহিরে ;
কুঞ্জ পানে হেরিয়া, অশ্রু বারি ডারিয়া,
ভানু গাহে শূন্য কুঞ্জে, শ্যামচন্দ্র নাহিরে ;
শ্যামচন্দ্র নাহিরে।"—রবীন্দ্রনাথ

৫। ইতরবিচিকিৎসা—

ইতরবিচিকিৎসা অর্থ ভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও গ্রাহ্য না করা।

"এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী,
আনন্দে আনন্দময়ীর খাসতালুকে বসত করি॥"—রামপ্রসাদ

৬। মহিমা-খ্যাতি—

"ভক্তি সহ প্রসাদ করিয়া উপযোগ।
তখনই তাহার দূর হইল কুষ্ঠ রোগ॥"—গোবিন্দদাস

গৌরাঙ্গ স্বকীয় ঐশ্বরিক শক্তি প্রভাবে দেওঘরে আদিনারায়ণের কুষ্ঠ আরাম করেন। গৌরাঙ্গ ডাক্তার বা কবিরাজ ছিলেন না ; একজন উচ্চাঙ্গের সাধক ও মহাপুরুষ। আদিনারায়ণ ধনী বণিক্ অথচ পরম বৈষ্ণব। ভক্ত কখনও ভক্তের কাতরতা ও দুঃখ দেখিতে পারেন না। ভক্তের মহিমা-খ্যাতি অনন্ত।

"কত অজানারে জানাইলে তুমি ;
কত ঘরে দিলে ঠাঁই ;
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু ;
পরকে করিলে ভাই।"—গীতাঞ্জলী

ধন্য রবীন্দ্রনাথ, তুমি মনের কথাগুলিকে কেমন সুন্দর ভাষা দিয়াছ ; প্রাণ জুড়াইল। তুমি ভগবানের মহিমা সুন্দর করিয়া বলিয়াছ, ভগবানের মহিমা এইরূপই।

"হরিধ্বনি শুনি ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া।
পিছাইয়া গেল এক বলে লম্ফ দিয়া॥"—গোবিন্দদাস।

বিষ্ণুকাঞ্চির নিকট এক বৃক্ষতলে গৌরাঙ্গ রাত্রিযাপন করেন ; ভৃত্য ব্যাঘ্রের ডাক শুনিয়া ভীত হয় ; গৌরাঙ্গ হরিধ্বনি করিয়া ব্যাঘ্র দূর করিয়া দেন।

"স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে।
পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্ প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্॥"—বিষ্ণুপুরাণ।

যম আপনার দূতকে পাশ হস্ত দেখিয়া তাহার কর্ণমূলে বলিয়া দিলেন, "তুমি মধুসূদনের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিও ; আমি অন্য লোকের প্রভু, বৈষ্ণব দিগের প্রভু নই।"

৭। তদর্থপ্রাণস্থান—

"আমার কি ফলের অভাব,
তোরা এলি বিফল ফল যে ল'য়ে।
শ্রীরামচরণ কল্পতরু মূলে রই ;
যে ফল বাঞ্ছা করি, সে ফল প্রাপ্ত হই॥"—দাশরথীরায়

ভক্ত হনুমান রাবণ বধার্থে ব্রহ্ম-অস্ত্র লইয়া আসিবার সময়, মন্দোদরী তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে প্রয়াস পান; ভগবানের সেবাতেই ভক্তের আনন্দ ও শান্তি; এখানে প্রলোভন বৃথা। হনুমান সামান্য বানর নহেন; তিনি একজন উচ্চাঙ্গের সাধক ও ভক্ত।

"বারে বারে যে দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা।
সে যে দুখ নহে মা দয়া তব জেনেছি মা দুখ-হরা॥
সন্তান মঙ্গল তরে,　　　　জননী তাড়না করে,
তাই বহিতেছি শিরে সুখ দুখেরই পশরা॥
আমি তোমার পোষাপাখী,　　যা শিখাও মা তাই শিখি,
শিখায়েছ তারা বুলি, তাই ডাকি মা তারা তারা॥
জানিয়া অমূল্য রতন,　　　　ব্রহ্মময়ীর নাম ধন;
আমি তারা বলে ডাকি যখন, হইগো তখন আপন হারা॥"

৮। তদীয়তা—

"কি আর কহিব আমি.
জীবনে মরণে,　　　　জনমে জনমে,
প্রাণ বঁধু হ'ও তুমি।"—চণ্ডীদাস।

হে ঈশ্বর, হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই আমার প্রাণনাথ; তোমাকে যেন জীবনে মরণে পাই। তদীয়তার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

হে ঈশ্বর, তোমার উজ্জ্বল ভাতি,
সবার উপর দিয়া, আমারে করিলে সুখী;
সকলই তোমার তরে।

হে ঈশ্বর, তোমার প্রেম প্রিয়জনের উপর অনুরাগে জানিয়াছি; উজ্জ্বলভাতি অর্থপ্রেম; ইহাতে তোমার আস্বাদ পাইয়া, তোমাতেই সমর্পিত হইল; কারণ তোমার চেয়ে প্রিয়তর আর কেহ নাই।

৯। সর্ব্বতদ্‌ভাব—

"আমার অন্তরে আনন্দময়ী
সদা করিতেছেন কেলি।
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি,
নামটী কভু নাহি ভুলি॥"—রামপ্রসাদ

"The Being, that is in the clouds and air,
That is in the green leaves among the groves,
Maintains a deep and reverential care
For the unoffending creatures whom he loves".
—Wordsworth.

১০। অপ্রাতিকূল্য—

"না করি চিন্তা, না করি ভয়,
যা করেন ঈশ্বর, তা'ই হয়।
তার কি প্রত্যয়, এক ভাবি আর হয়॥"—প্রসন্ননাথ রায়।

হে প্রভু, হে জগন্নিবাস, তুমি যাহা করিবে তাহাই হইবে। তুমি যাহা করিবে তাহা বড়ই সুন্দর, দুঃখ হইলেও শান্তি, মঙ্গল ও আনন্দ; ইহাতে চিন্তা বা ভয় করিবার কিছুই নাই; ইহাই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

"তোমারি দেওয়া প্রাণে,
তোমারি দেওয়া দুখ;
তোমারি দেওয়া বুকে,
তোমারি অনুভব।"—রজনীসেন।

যীশুখৃষ্ট বলিতেন,—"Thy will be done"

হে পিতঃ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

একটী কথা ঃ—

প্রেম যেখানে, অভিমান ও ক্রোধ সেইখানে, ক্রোধ ও অভিমান না থাকিলে প্রেম-ভাব স্পষ্ট হইত না; যেমন শুধু অন্ধকার, আলোক ব্যতীত বোঝা যায় না; সেইরূপ ক্রোধ ও অভিমান না থাকিলে প্রেম কেমন জানা যায় না। তাই যেখানে প্রেম, সেইখানেই অভিমান ও ক্রোধ আছেই আছে। তবে এ ক্রোধ ও অভিমান বড়ই সুন্দর, মধুর, ও আনন্দদায়ক; এ ক্রোধ মিলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাঁধাইয়া দেয়, পার্থক্য ঘটায় না।

"কাল বরণ রাধে হেরিবে না বলিছে!
তবে কেন সে আমার মনপ্রাণ হরিছে॥"

ইহা অভিমানের সুন্দর দৃষ্টান্ত। ঈশ্বরের সঙ্গে অভিমান ভক্তের, ইহা কাম-গন্ধী নহে, পরম পবিত্র প্রেম।

"আমি ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী।
আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী॥"—রামপ্রসাদ।

ভালবেসে ক্রোধ কর, এইখানেই ক্রোধের চরিতার্থতা।

ষষ্ঠ কল্প।

প্রেম—ভক্তির প্রকার ভেদ।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"—গীতা।

"যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি। হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমারই ভজনমার্গের অনুবর্ত্তন করে।"

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।"

"মুচি হ'য়ে শুচি হয়, যদি হরি ভজে।
শুচি হ'য়ে মুচি হয়, যদি হরি ত্যজে ॥"

একান্ত চিত্তে পবিত্র হৃদয়ে তদ্গত প্রাণে যে যাহা করে, ঈশ্বর তাহাই আদর ও যত্ন করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের নিকট জাতি-ভেদ নাই, শুচি অশুচি নাই, ধনী দরিদ্র নাই,—সমস্তেই সমান ভাবে তাঁহার লীলা-ইচ্ছার বিকাশ, এ স্থানে কোনও পার্থক্য নাই; কিন্তু ভক্ত হৃদয়েই তাঁহার বিশেষ লীলা-ইচ্ছা বিদ্যমান; ভক্ত তাঁহার বিশেষ কৃপা লাভ করেন। এই বিশেষ কৃপা হেতুই বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষগণের সহিত সাধারণ জনগণের এত পার্থক্য। ভাব ভক্তিতে, ভক্তি প্রেমে পরিসমাপ্ত হয়।

"ঢেঁকি ভ'জে যদি, এই ভবনদী,
পার হ'তে পার বঁধু।
লোকের কথায়, কিবা আসে যায়,
পিবে সুখে প্রেম-মধু ॥"—ভক্তিযোগ।

প্রেম-জ্ঞানের অস্ফুট, অস্পষ্ট ও জড়-অবস্থায় আসক্তি যুক্ত কর্ম্ম অর্থাৎ সকাম-কর্ম্ম, সকামকর্ম্মে কঠোরতা, কঠোরতায় অভাব, অভাবে কামনা ও কামনায় দুঃখ। 'নেতি' ইহা নহে; তৎপরে ভক্তি, ভক্তিই প্রেমজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। ভক্তির প্রকার ভেদ সুন্দর বিষয়। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও গ্লানি লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিতে হয় নতুবা শুধু অধ্যয়ন আকাশ কুসুম, ব্যর্থ প্রয়াস।

"প্রেমস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

ভাবই প্রেমের প্রথম অবস্থা (basis); প্রেম আত্মানুশীলন সাপেক্ষ।

"ভক্ত ভেদে রতিভেদ পঞ্চপরকার ;
শান্ত-রতি, দাস্য-রতি, সখ্য-রতি আর।
বাৎসল্য-রতি, মধুর-রতি এ পঞ্চ বিভেদ ;
রতি ভেদে কৃষ্ণ-ভক্তি রস পঞ্চভেদ ॥"—চৈতন্যচরিতামৃত।

মানবের স্বভাব, ইচ্ছা, আদর্শ ও কর্ম্ম অনুযায়ী ভক্তিরস পাচ প্রকার। (১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুর। শ্রীগৌরাঙ্গ রূপগোস্বামীকে ভক্তি-রসের এই পঞ্চ প্রকারভেদের কথা বলেন। বিষয়টী বড়ই সুন্দর ও মনোরম।

১। শান্ত-রস—

"কৃষ্ণ-নিষ্ঠা, তৃষ্ণা-ত্যাগ শান্তের দুইগুণে ;
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে ;
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে।"—চৈতন্যচরিতামৃত।

(১) ঈশ্বরে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও (২) বিষয়বাসনাত্যাগ এই দুইটী শান্তরসের গুণ, দাস্যাদি রসে এই দুইটী গুণ অবশ্যই থাকিবে। শান্ত রসই ভক্তির প্রারম্ভ (Basis); প্রেম-জ্ঞান এখানে স্পষ্ট। প্রেমময় দেবতার জ্ঞানে ভক্তির আরম্ভ। ভক্তির আরম্ভে সকাম-কর্ম্ম কঠোর, দুঃখ ও গ্লানি এ জ্ঞান চাইই চাই। আর্ত্ত হও, আর্ত্তই ভক্তি লাভের অধিকারী।

"শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥"—চৈতন্যচরিতামৃত।

শান্তরসে ভগবানের উপর মমতা হয় না। গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাস ও পরমাত্মাই একমাত্র সত্য এই জ্ঞান হয়। এই স্থানেই প্রেম-জ্ঞানের প্রথম স্ফূর্ত্তি। পরমাত্মা অর্থ ঈশ্বর।

"সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।"

ব্রহ্ম, পরমাত্মা সর্ব্বজগন্ময় ; কিন্তু জগতেই তিনি শেষ ও পরিসমাপ্ত হইয়া যান নাই ; আরও তাহাতে কত কিছু রহিয়াছে, তিনি অনন্ত, অসীম ও পূর্ণ।

তিনি মানবের ভিতর আছেন বলিয়াই আমরা আছি; এইটুকু জীবাত্মা ; কিন্তু পরমাত্মাতেই জীবাত্মার স্থিতি।

শান্ত-ভক্তিতে ঈশ্বর-জ্ঞান ও সংসারবাসনাত্যাগ বিশেষ ভাবে আছে, ইহাই লক্ষ্যের বিষয়।

"কমলে বলিলা তীর্থ কর ধরে করে।
বিনয়-সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে ॥
নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি।
বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি ॥"—গোবিন্দদাস।

সিদ্ধিবটে তীর্থরাম নামে এক যৌবন ও ধন-মদ-মত্ত মন্দ লোক বেশ্যাদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা পায় ; শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদিগকে মাতৃ-সম্ভাষণ করিয়া ঐশ্বরিক শক্তি-প্রভাবে জয় করেন ; অতঃপর গৌরাঙ্গের কৃপায় তীর্থরাম পরম বৈষ্ণব হইয়া সংসার-বাসনাত্যাগ করতঃ ঈশ্বরে ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান হন। কমলকুমারী তীর্থরামের স্ত্রী, ইহাতে কাঁদিয়া আকুল হইলেও তীর্থরাম অচল ও অটল ; ইহাই শান্তরসের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

"তদাত্মনোত্তীর্য্য ইদং ভবার্ণবং সর্ব্বদৃষ্টিগ্রহক্লেশরাক্ষসং।
স্বয়ং তরিত্বা চ অনন্তকং জগৎ স্থলেহন্তরীক্ষে অজরামরে শিবে।।"—ললিত-বিস্তর

বুদ্ধদেব তদীয় সারথি ছন্দককে বলিলেন ঃ—মিথ্যাদৃষ্টিরূপ গৃহ ও ক্লেশরূপ রাক্ষসপূর্ণ এই ভব-সাগর স্বয়ং পার হইয়া অনন্ত-জগতকে আমি অজর, অমর ও মঙ্গলময় ভূলোকে এবং দ্যুলোকে প্রবেশ

করাইব। অপরিমিত ভোগ, স্ত্রীপুত্রের রসাস্বাদ ও প্রভূত ঐশ্বর্য্যে আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি; কিন্তু বিষয়ভোগে কেবল বাসনাই প্রবল হয়, তাহাতে আর আমার শান্তি হইতেছেনা; সংসার নিতান্ত হেয় ও অসার। সংসার-বাসনাত্যাগ শান্তরসের গুণ। বুদ্ধদেবের ভিতর সংসার-বাসনাত্যাগ যেমন উজ্জ্বল, এমন জগতের ইতিহাসে বিরল।

শান্তভক্তিতে মাধুর্য্য রসের বিকাশ একেবারেই নাই; এই শান্ত-ভক্তি সংসারত্যাগী, গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসী, বন ও অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী-সজ্জনের ভিতর দেখা যায়। সন্ন্যাসধর্ম্ম (Aceticism) বড়ই কঠোর সাধন।

২। দাস্য-রস—

"কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভু-জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞান, সম্ভ্রম, গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ, দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসে হয় দুই গুণ॥"—চৈতন্যচরিতামৃত।

শান্ত-রসে শুধু স্বরূপ জ্ঞান হয়। দাস্য-রসে শান্ত-রসত আছেই অধিকন্তু (১) মহিমাময় ও প্রেমময় দেবতাই ঈশ্বর ও প্রভু এই জ্ঞান হয়; এবং তাঁহাকে ভক্ত প্রচুর সম্মান ও গৌরব করেন। (২) ভক্ত দাস্যরসে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে সেবা করেন; এইটিই প্রধান কথা। এই অবস্থাতে ভক্ত যে কর্ম্ম করেন, গীতাতে সেই কর্ম্মকে নিষ্কাম-কর্ম বলে। নিষ্কামকর্ম্মে মান, সম্মান, আত্মগৌরব, আকাঙ্খা, কামনা স্বার্থ, সুখ ও দুঃখ সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পিত হয়; এ অবস্থায় মানব দেবতা সখ্যাদি রসেও এই গীতোক্ত নিষ্কাম-কর্ম্ম বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান

"তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণ-ভক্তি পাই।
এত বলি কারো পায় ধরে সেই ঠাঁই॥"

গয়া হইতে প্রত্যাগমনের সময় নিমাই এইরূপ বৈষ্ণবগণের পদ-ধূলি গ্রহণ করেন। সর্ব্বত্র ঈশ্বর-দর্শন, ইহা হইলে মানব-জীবন ধন্য, মানব-জন্ম সার্থক। ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তিপরিশুদ্ধি হইলে বিশ্ব-প্রেম হয়; তখন জীব ও জগতের সেবাই ঈশ্বরের সেবারূপে গণ্য হয়। গৌরাঙ্গের এই অবস্থা হইয়াছিল; এই অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গ ও ভগবান্ এক কোনও ভেদ নাই।

"তুমি আমায় আঘাত কর তাতে দুঃখ নাই।
প্রাণ ভরে হরিবল এই ভিক্ষা চাই॥"

এক ব্রাহ্মণ, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গকে মারিতে প্রয়াস পান; গৌরাঙ্গের ভক্তগণ তাহাকে উচিত শিক্ষা দিতে চাহিলে গৌরাঙ্গ নিষেধ করেন। গৌরাঙ্গ বলিলেন আমাকে মারিতে চাও ক্ষতি নাই; কিন্তু একবার প্রাণ ভরে 'হরিনাম' বল। সেই ব্রাহ্মণ হরিনামে মজিয়া গেল; সেবা এইরূপেই করিতে হয়। সেবাতে লোকাপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা অনেক সহ্য করিতে হয়, তাহাতে দুঃখিত হইলে চলে না; অচল, অটল ভাবে সত্যপথে চলিতে হয়।

"মাধব হে, বহুত মিনতি করি তোয়।
দএ তুলসী-তিল, দেহ সোঁপল,
দয়া করি ন ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণলেশ ন পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।

তুহুঁ জগন্নাথ, জগতে কহাওসি,
জগ বাহির নহি মোঞে ছার॥
কিএ মানুষ পশু, পাখী ভএ জনমিয়,
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে, গতাগত পুন পুন,
মতি রহু তুয় পরসঙ্গ॥
ভনই বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয় পদ-পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥"—বিদ্যাপতি

"দএ অর্থ দিয়া; সোপল, সমর্পণ করিলাম; দয়া......মোর,—আমার প্রতি দয়া ছাড়িও না। গণইতে......ছার,—যখন তুমি বিচার করিবে (আমার) দোষ গণনা করিতে গুণের লেশও পাইবে না, জগতে তুমি জগন্নাথ কহাও, ছার আমি জগতের বাহির নই। ভএ, হইয়া; গতাগত, যাতায়াত; তুয় পদ-পল্লব......দীনবন্ধু,—তোমার পদপল্লব অবলম্বন করিলাম, পদে এক তিল (স্থান) দাও।"—বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী

বিদ্যাপতি অপূর্ব্ব বস্তু। পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সারদা চরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহোদয় টীকাটীপ্পনী সহ সুন্দর "বিদ্যাপতিঠাকুরের পদাবলী" ছাপিয়াছেন। ভক্তগণ তাহা একবার অধ্যয়ন কর, জীবন ও মন ধন্য হইয়া যাইবে। বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, ভক্তমাল, অমিয় নিমাইচরিত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ অতীব পবিত্র বস্তু। বইগুলির এক ছত্রও বাদ দিওনা, শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন কর, কাঁদিয়া আকুল হইবে;

তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিবে ভাব, ভাবই প্রেমে পরিসমাপ্ত ও বিলীন হইয়া যায়। আদর্শ সেবক—ভৃত্য, প্রভুর প্রীত্যর্থে যেমন আপনার সুখ-সম্পদ সমর্পণ করেন ও প্রভুর সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হন; ভক্তও সেইরূপ দাস্য-ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে জীব ও জগতের সেবা করেন ও জীবের উন্নতিতে আনন্দিত ও দুঃখে কাতর হন। ভৃত্য দাস্য-ভক্তির আস্বাদ পাইয়া যখন ঈশ্বরের সেবা করিতে থাকেন, তখন তাঁহার স্পষ্টতর প্রেমজ্ঞান হয়।

৩। সখ্য-রস—

"শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুইই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য, গৌরব সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্য রসের তিন গুণ চিন্॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসমজ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥"—চৈতন্যচরিতামৃত।

সখ্যরসে অত্যন্ত অনুরাগ, আত্মসম জ্ঞান; প্রেমের বিবাদ, ঝগড়া, অভিমান, ক্রীড়া-কৌতুক; শান্ত ও দাস্য ভাবত আছেই অধিকন্তু সখ্য-রসে সম্ভ্রম ও আত্মনির্ভর আছে। প্রিয়জনের প্রতি প্রিয়জন যেরূপ ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন, ভক্ত ভগবানের সহিত সেইরূপ করিয়া থাকেন। প্রিয়জনের, বন্ধু ও বান্ধবের ভিতর দিয়াই ঐশ্বরিক প্রেমের আস্বাদ পাওয়া যায়; এই হেতু বন্ধুত্বই আত্মানুশীলনের প্রথম সোপান। সখ্যরসে ভগবান্ ভক্তের অধীন ও সম্ভ্রমহীন।

"নহি রামাৎ প্রিয়তরো মমাস্তি ভুবি কশ্চন।"—রামায়ণ।

গুহরাজ বলিলেন রাম অপেক্ষা আমার কেহ প্রিয়তর নাই।

প্রকৃত বন্ধু, বন্ধুর প্রতি যেরূপ আবেগভরা ব্যবহার করেন; সখ্য ভক্তিতে ভক্তও ভগবানের সহিত সেইরূপ করেন। বন্ধুত্বের প্রকৃত রসাস্বাদ যাহারা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মাধুর্য্য বুঝিতে অবশ্যই পারিবেন। বন্ধু যখন বন্ধুত্বের আবেগভরা ভাব ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তখন স্পষ্টতর প্রেম-জ্ঞান হয়।

"চিনিবে কি চিনিবে তুমি, চিনিতে যে নারিবে।
চিনিতে পারিতে যদি থাকিতে সে শ্রেণীতে॥"

শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে মথুরায় গিয়াছেন, শ্রীদাম দরিদ্র, কিন্তু ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ তখন মথুরার রাজা। শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা। শ্রীকৃষ্ণ একটু পরীক্ষার জন্য বলিলেন,—"শ্রীদাম, তোমাকে আমি চিনিতে পারিতেছি না, তুমি কে ?" তখন শ্রীদাম প্রাণের গভীর আবেগে প্রত্যুত্তর দিলেন—"চিনিবে কেন ? তুমি রাজা আমি দীন দরিদ্র।" ভগবানের সহিত সখ্য না হইলে এভাবের মধুরতা বুঝা সুকঠিন।

৪। বাৎসল্য-রস—

"বাৎসল্য শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেবনের ইহাঁ নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতা আধিক্য তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক-জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।

চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণভক্তরসগুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানিগণে ॥"—চৈতন্যচরিতামৃত

পিতামাতা পুত্রকে যেরূপ স্নেহ করেন, ভগবানে ভক্ত সেইরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন। এরূপ স্নেহ, স্নেহের আদর্শ। পুত্রের ভিতর দিয়া পিতা ও মাতা এইরূপ ভক্তির আস্বাদ পাইয়া থাকেন।

"দুদিনের তরে যাবে মথুরানগর।
যাবার বেলা কেন কাঁদিল।।"

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম হইতে মথুরায় যাইবার সময় যশোমতীকে প্রণাম করিলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হইল। ধনিষ্টা-সখীকে যশোমতী এই কথা বলিতে বলিতে কাতর হইলেন। বাৎস্য-ল্যের কি গভীরতা। শ্রীকৃষ্ণ কাঁদিয়া গেলেন, যশোমতীও কাঁদি-লেন। জনক ও জননী ব্যতীত এই বাৎসল্য-ভক্তির ভাব গ্রহণ অসম্ভব। পিতা ও মাতা সন্তানের স্নেহে বাৎসল্য রসের আস্বাদ পাইয়া যখন ঈশ্বরে স্নেহ মমতা করিতে থাকেন; তখন স্পষ্টতর প্রেমজ্ঞান হয়।

"শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ,
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে।"—স্বপ্নবিলাস।

বুদ্ধদেব বলিলেন :—

"ইহ তন্ময়ামৃবুদ্ধং সর্ব্ব পরপ্রবাদিভির্যদপ্রাপ্তম্।
অমৃতং লোকহিতার্থং জরামরণশোকদুঃখান্তম্।"—ললিতবিস্তর

"অন্য মতাবলম্বিগণ যাহা প্রাপ্ত হয় নাই, আমি এখানে লোক-হিতার্থ সেই অমৃত বুঝিয়াছি, যাহাতে জরা-মরণ-শোক বিনষ্ট হয়।" বুদ্ধদেব স্নেহ ও দয়া করিয়া দুঃখ ও তৃষ্ণাতাপিত জনগণকে জ্ঞান-অমৃতদান করিলেন; ইহাই বাৎসল্যরস।

৫। মধুর-রস—

"মধুর রসে কৃষ্ণ-নিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥"—চৈতন্যচরিতামৃত

চৈতন্য ও ভগবান্, সতী ও পতি, রাধা ও কৃষ্ণ, ভক্ত ও ভগবান্, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। মধুরভক্তিতে ঈশ্বরের সঙ্গে দাম্পত্য-প্রণয়-ভাব। দাম্পত্য-প্রেম মধুর-রসের আদর্শ। প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম পরম পবিত্র ও কামগন্ধহীন। দাম্পত্য-প্রেমে মলিনতা ও অপবিত্রতা নাই। দাম্পত্য-প্রেমে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ভক্তি ও পবিত্রতা আছে। দাম্পত্য-প্রেমে পঞ্চবিধ রস একত্রে গ্রথিত। এখানে স্ত্রী অথবা স্বামী ত্যাগ (divorce) নাই, ঝগড়া বিবাদ নাই, মনোমালিন্য নাই, পশুত্ব নাই, আছে পরম পবিত্র প্রেম; এ প্রেম ঈশ্বরে সমর্পিত হয়। ভক্ত ঈশ্বরে মধুর-রসাস্বাদ করিয়া থাকেন, প্রকৃত মধুর ভক্তি কামগন্ধী নহে।

"ফুটল কুসুম নব,　　　　কুঞ্জ কুটীর বন,
কোকিল পঞ্চম গাবরে।
মলয়ানিল,　　　　হিমশিখর সিধারল,
পিয়া নিজ দেশ ন আবরে॥

চাচন চান তন, অধিক উতাপয়,
উপবন অলি উতরোল রে।
সময় বসন্ত, কন্ত রহু দূর দেশ,
জানল বিহি প্রতিকূল রে॥
অনিমিখ নয়ন, নাহ মুখ নিরখইত,
তিরপিত ন ভেল নয়ান রে।
ঈ সুখ সময়, সহয় এত শঙ্কট,
অবলা কঠিন পরাণ রে॥
দিন দিন ক্ষীণ তনু, হিম কমলিনী জনু
না জানি কি জিব পরজন্ত রে।
বিদ্যাপতি কহ, ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত রে॥"

সিধারল অর্থ গমন করিল ; চাচন, চন্দন ; চান, চন্দ্র ; তন, তনু ; উতরোল, উচ্চশব্দ ; জানল, জানিলাম ; নাহ, নাথ ; বিহি, বিধি ; অনিমিখ, অনিমেষ ; "নিরখইত, নিরখিয়া ; তিরপিত, তৃপ্ত ; ন, না ; ভেল, হইল ; ঈ, এই ; দিন...... জনু,—শীতে যেমন কমলিনী শুকাইয়া যায়, সেইরূপ দিনে দিনে তনু ক্ষীণ হইতেছে।" পরজন্ত, পর্য্যন্ত, শেষ ; জনু, যেন ; মাধব নিকরুণ অন্ত অর্থ নিষ্ঠুর মাধব অন্যস্থানে রহিয়াছে ; অন্ত, অনত, অন্যত্র ।

"বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি,
কুল-শীল-জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ-গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন॥

পিরীতি রসেতে,　　　　　　ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি,　　　　　　তুমি মোর গতি,
মম নাহি আন তায়॥
কলঙ্কী বলিয়া,　　　　　　ডাকে সব লোক,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া,　　　　　　কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী,　　　　　　তোমার বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস,　　　　　　পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণ খানি॥"

ঈশ্বরই যাহার একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান হইয়াছে লোকের অপবাদ ও কুৎসা, মান ও মর্য্যাদা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; ঈশ্বরই তখন তাঁহার নিকট একমাত্র সত্য বোধ হয়; সংসারের জটিলতা, কুটিলতা, নিন্দা ও প্রশংসা, তখন তাঁহার নিকট নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছবোধ হয়। পবিত্র প্রেমের আবেগ, কত সুন্দর ও মধুময় ভক্ত তখন তাহা বুঝিতে পারেন।

"সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি।"

"কানু যে জীবন,　　　　　　জাতি প্রাণ ধন,
এ দুটী আঁখির তারা।
পরাণ অধিক,　　　　　　হিয়ার পুতলি,
নিমিখে নিমিখে হারা॥

তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি,
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বঁধু বিনু,
আর কেহ মোর নয় ॥
কি আর বুঝাও, কুলের ধরম,
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া, রসের পরাণ,
আর কার জানি হয় ॥
যে মোর করমে, লিখন আছিল,
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোরা কুলবতী, দেখিনু চুকতি,
কুল লৈয়া থাক ঘরে ॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক পাড়া।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি,
জাতি-কুল-শীল ছাড়া ॥"

কানু অর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তিমতী রাধা তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ; রাধার পবিত্রাত্মা, ঈশ্বর পবিত্রতার আধার। যিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার স্বীয় স্বামীতে বিশেষ অনুরক্ত থাকা প্রয়োজন, নতুবা তিনি সতী ও সাধ্বী হইতে পারেন না।

স্বামী স্ত্রীতে এবং স্ত্রী স্বামীতে যেরূপ আবেগ ও সোহাগ ভরা ভাব অনুভব করিয়া থাকেন ; ভক্তও ভগবানে সেই ভাব অনুভব করেন। স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়ভরা ভালবাসা যখন ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তখন প্রেম-জ্ঞান স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হয়।

"আমার প্রভুর কথা কি কহিব আর।
আশ্চর্য্য প্রভাব তাঁর বিচিত্র আকার॥
দিনান্তে সামান্য ভোজন করে গোরারায়।
না খাইয়া দেহ ক্ষীণ যষ্ঠির প্রায়॥"—গোবিন্দদাস।

অবসাদ ও দুঃখ পশুত্বে; ভক্তিতে আনন্দ ও তৃপ্তি। যাঁহার ভক্তিতে মধুরতা উপলব্ধি হইয়াছে, আহার ও নিদ্রা তাঁহার নিকট শুধু দেহ রক্ষা হেতু, ঈশ্বরের ধ্যান-জ্ঞানই তাঁহার শান্তি ও একমাত্র লক্ষ্য। গৌরাঙ্গের এই অবস্থা হইয়াছিল।

"যত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার,
সব সুধা বরিষণ।
প্রেমাঙ্কুরে শিশির সিঞ্চন।"—অমিয়নিমাইচরিত।

প্রিয়জনের আবদার-অত্যাচার, অম্লান বদনে সহ্য করাই ত্যাগ; ইহাতে ভক্তের মনে দুঃখ ও অশান্তি আসে না; বরং শান্তি ও আনন্দ; দুঃখ যন্ত্রণা যাহা কিছু সমস্তই ভক্ত ঈশ্বরাশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রেমের স্পষ্টতর বিকাশে 'ভালবাস' বলে, 'ভালবাসি' নাই; শুধু ভালবেসেই সুখী। ইহাই প্রেম-জ্ঞান। শুধু অর্থ দিয়া, বস্ত্র দিয়া, বিলাস-সামগ্রী দিয়া ভালবাসা যায় না; ভালবাসা অন্তরের জিনিস, অন্তরেই থাকে; ত্যাগে ইহার একটু বিকাশ দেখা যায় মাত্র।

সপ্তম কল্প।

২। আদর্শ (Ideal, The Highest End)

আত্মানুশীলন—মনুষ্যত্বলাভ।

১। ঈশ্বরই আদর্শ; কিন্তু ইহা আত্মানুশীলন (Self-culture, elf-realisation) সাপেক্ষ। এই হেতু আদর্শ বলিলে আমরা

আত্মানুশীলন, মনুষ্যত্বলাভ বুঝিব। আত্মা (Self) অর্থ জীবাত্মা। ইহার অনুশীলনই (Culture) আত্মানুশীলন—মনুষ্যত্বলাভ। মনুষ্যত্বই মানবের বিশেষত্ব। জড়ের জড়ত্ব (Expression, ভাতি), বৃক্ষের বৃক্ষত্ব (Life, জীবন + organic development, অঙ্গাঙ্গী বৃদ্ধি+ pleasure, তৃপ্তি—Dr, Bose) ও পশুর পশুত্বই (Animality, পশুত্ব=life, জীবন + organic development, অঙ্গাঙ্গী বৃদ্ধি+ instinct, সহজচেষ্টনা + pleasure, তৃপ্তি) জড়, বৃক্ষ ও পশু জীবনের বিশেষত্ব। মনুষ্যত্বলাভই (Humanity, মনুষ্যত্বলাভ= animality, পশুত্ব+rationality, মানবের বিশেষত্ব) মানবের বিশেষত্ব (Rationality, মানবের বিশেষত্ব=deliberation, ভাল-মন্দ চিন্তন+ free-choice, স্বাধীনতা+ Self-realisation, আত্মানুশীলন+ moral obligation, বাধ্যতা)। শুধু জ্ঞান বা শুধু ভক্তি অথবা শুধু কর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিলেই আত্মানুশীলন হয় না; জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম সমন্বয়ে মনুষ্যত্বলাভ, আত্মানুশীলন হয়। এই মনুষ্যত্ব-লাভ, আত্মানুশীলনের জন্যই সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি নানা ভাবে ব্যস্ত। "Substance of religion is culture." আত্মানুশীলনই ধর্ম্ম সমূহের অন্বেষ্য বস্তু। "যে ফুলকপি দিয়া অন্ন-রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিক্তস্বাদ কদর্য্য উদ্ভিদ ছিল—কর্ষণে (culture) এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের ভিতর যাহা কর্ষণ, মনুষ্যের ভিতর স্বীয়বৃত্তিগুলির অনুশীলনও তাহাই।"—ধর্ম্মতত্ত্ব। বৃত্তি অর্থ মানবের ভিতর যাহা বর্ত্তমান থাকে (বৃৎ, বর্ত্তমান থাকা+তি), প্রবৃত্তি, স্বভাব, মনোবৃত্তি (Faculty)। বৃত্তিগুলি চারি প্রকার—(১) শারীরিকী (Physical), (২) জ্ঞানার্জ্জনী (Cognitive), (৩) চিত্তরঞ্জিনী (Emotional), ও (৪) কার্য্যকারিণী

(Volitional). এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্বলাভ, আত্মানুশীলন।

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ ;
সামান্য মেতৎপশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানংহি তেষামধিকো বিশেষঃ ;
জ্ঞানেন হীনঃ পশুভিঃ সমানঃ ॥"—হিতোপদেশ।

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন পশু ও মানবের ভিতর একই ভাবে আছে ; কিন্তু জ্ঞানই মানবের বিশেষত্ব (Rationality). জ্ঞান হীন মানব আর পশু সমান, কোনও পার্থক্য নাই ; জ্ঞান আত্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় ; আত্মজ্ঞান আত্মানুশীলন সাপেক্ষ।

অষ্টম কল্প।

ধর্ম্ম—পন্থা।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥"—মনু।

ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু, ধর্ম্ম মৃত্যুর পরেও মনুষ্যের অনুগমন করেন ; আর সমস্তই এই শরীরের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ধর্ম্ম (পুং, ধৃ+ম—ক) যে নিয়মগুলি আদর্শের সঙ্গে জীবকে ধরিয়া রাখে, সেই নিয়মগুলিই ঐ জীবের ধর্ম্ম (The Laws of Duties i. e. Obligation) ; আদর্শ ব্যতীত নিয়মগুলি ভিত্তিহীন। নিয়মপ্রণালীর মূল্য আদর্শসাধনে। আদর্শটী ভাল করিয়া বুঝিয়া ধর্ম্ম-নিয়মানুযায়ী চলিলে আত্মানুশীলন হয় ; নতুবা বিশেষ কিছুই হয় না ; ইহা জানা বিশেষ প্রয়োজন। একই নিয়ম-প্রণালী একই ভাবের অনেকে মানিয়া চলাতে

একটী সম্প্রদায়, দল গড়িয়া উঠে। আর্য্যগণ ঋষিদের ধর্ম্ম-নিয়ম মানিয়া চলাতে আর্য্য-সম্প্রদায় (বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ) গড়িয়া উঠে। এইরূপ বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের, মুসলমান-সম্প্রদায়, মহম্মদের, খ্রীষ্টিয়ান-সম্প্রদায় খৃষ্টের ধর্ম্ম-প্রণালী গ্রহণ করাতে পৃথক পৃথক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়ায়। চৈতন্যদেব যে প্রণালীতে আত্মানুশীলন করিলেন, যাঁহারা তাঁহার ধর্ম্ম-প্রণালী গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের সকলকে লইয়া একটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। জগতের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন ভাবে আদর্শ সাধনে ব্যস্ত। আদর্শ এক, লক্ষ্য এক, প্রণালী পৃথক্; পার্থ্যক্য থাকিলেও সুন্দর সামঞ্জস্য (Identity in difference) বিদ্যমান। যাহারা ধর্ম্ম-সাধনে ব্যস্ত, তাহারা সহৃদয়, সরল ও সাধু। অল্প বিস্তর সত্য সকল ধর্ম্মেই আছে; এখানে ঘৃণা নিরর্থক ও নীচতাব্যঞ্জক। আত্মানুশীলনই আদর্শ, লক্ষ্য; ধর্ম্ম-নিয়ম উপায়, পন্থা (means).

"ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ,
কিন্তু এক গম্যস্থান।
যে যেমনে পারে, ট্রেনে ষ্টীমারে,
হ'ক সেথা আগুয়ান॥"

যাহার যে ধর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল হইবে, সে তাহাই গ্রহণ করিবে; প্রতিরোধ (compulsion) আত্মানুশীলনের বিরোধী।

"Where the Spirit of the Lord is, there is liberty."—The Bible.

"What will they then
But force the Spirit of Grace itself, and bind
His consort, Liberty? What but unbuild
His living temples, built by faith to stand—
Their own faith, not another's? for, on Earth,

Who against faith and conscience can be heard
Infallible ?"—Paradise Lost. Book XII.

যাহার যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে জন্ম, তাহার সেই ধর্ম্মানুযায়ী চলাই সাধু-জীবন লাভের প্রকৃষ্ট ও সহজ উপায়। ইহাতে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উপকার বই ক্ষতি নাই; বরং সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতে পরিত্যক্ত সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়।

"পরস্পরের ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস যতই পৃথক্ হউক, পরস্পরকে সকল বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে হইবে।"—বিবেকানন্দ।

নবম কল্প।

মানব-সমাজ (The Human Society)

মানব-সমাজ ব্যতীত আত্মানুশীলন (Self-culture, Self-realisation) অসম্ভব। সমাজ-সংসর্গ-বর্জ্জিত মানবে ও পশুতে পার্থক্য নাই। যেমন পাকস্থলী, গ্রহণী, যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্ফুস্, হৃদয়, মস্তিস্কাদির কোন একটী অঙ্গ, অবয়ব ছাড়া শরীর হয় না, প্রত্যেকটীর সহিত প্রত্যেকটীর অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ (Organic relation), সেইরূপ এক-মানব-সমাজের প্রত্যেকটীর সঙ্গে প্রত্যেকটীর অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ। সমাজ একটা বিরাট দেহ (Social organism), প্রত্যেকটী লোকের সঙ্গে প্রত্যেকটীর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজ ছাড়িয়া আত্মানুশীলন মিথ্যা কথা। লোক-ব্যবহার ব্যতীত জ্ঞান বা ভক্তি অথবা কর্ম্ম সমস্তই বৃথা। যেমন অন্ধের বর্ণজ্ঞান, স্নেহাস্পদ ব্যতীত স্নেহ, গ্রাম ব্যতীত গ্রামবাসীর সেবা অসম্ভব, অশ্ব-ডিম্ব; সেইরূপ সমাজ-সম্বন্ধ-হীন ব্যক্তির

আত্মানুশীলন অসম্ভব। লোক-ব্যবহার চাইই চাই। সমাজে গ্লানি পাইয়া, অভাব দেখিয়া বনে, অরণ্যে অথবা নির্জ্জনে সাধন কর ক্ষতি নাই; কিন্তু প্রথম তোমাকে লোক-ব্যবহার, সমাজসম্বন্ধ রাখিতেই হইবে। সমাজে থাকিয়া সাধনাই পূর্ণসাধনা ও শ্রেষ্ঠ; যেমন, জনক রাজর্ষি। লোক-ব্যবহারের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্বন্ধটী বড়ই সুন্দর, মনোরম ও প্রীতিপ্রদ। বন্ধুত্ব আত্মানুশীলনের প্রথম সোপান। জর্জ্জ হারবার্ট বলিয়াছেন,—

"Gentlemen, keep good company, and you shall be of the number."

সাধুসঙ্গ কর ও তাহাদের একজন হও। এইখানেই সাধনা ও অনুরাগ-ভক্তি-শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া আমরা প্রেমের আস্বাদ পাই; প্রেমময় দেবতা, ঈশ্বর কেমন জানি। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ভিতর কিরূপ সুন্দর, সরল ও পবিত্র সখ্য ভাব ছিল; বন্ধুত্বের ইহাই আদর্শ।

"দুষ্কুলীনঃ কুলীনো বা মর্য্যাদাং যো ন লঙ্ঘয়েৎ।
ধর্ম্মাপেক্ষী মৃদুর্হ্রীমান্ স কুলীনশতাদ্বরঃ॥"—মহাভারত

দুষ্কুলজাত বা সৎকুল জাত হউন, যিনি মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, যিনি ধার্ম্মিক, মৃদু, লজ্জাশীল, তিনি শত কুলীন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

"কৃতজ্ঞং ধার্ম্মিকং সত্যমক্ষুদ্রং দৃঢ়ভক্তিকম্।
জিতেন্দ্রিয়ং স্থিতং স্থিত্যাং মিত্রমত্যাগি চেষ্যতে॥"—মহাভারত

কৃতজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ, উদারচিত্ত, দৃঢ়ভক্তিমান, জিতেন্দ্রিয়, মর্য্যাদাপন্ন ও আপৎকালে অপরিত্যাগী, এইরূপ মিত্রই প্রার্থনীয়।

"যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ

Unity is strength.

বন্ধুত্ব—ঐক্য।

(Friendship—Unity).

শিক্ষা :—

ঐক্যই বন্ধুত্ব।

Unity is the bond of Friendship.

ঐক্য (Unity).

(১) অভাববোধ, সুসঙ্গ।
(২) অত্যাগসহন, ব্যাকুলতা।
(৩) লক্ষ্য ও চিন্তা এক; ইহার অবিচলিতত্তা।
(৪) প্রবল অনুরাগ, ইচ্ছা, অধ্যবসায়।
(৫) সহৃদয়তা, সমপ্রাণতা।
(৬) কৃতকর্ম্মতা।
(৭) ত্যাগ।
(৮) আত্মনির্ভর।
(৯) বিশ্বস্ততা।
(১০) শ্রদ্ধা।
(১১) আনুগত্য।
(১২) ঈশ্বরনির্ভর।

ইহার একাদিক্রমে বন্ধুত্বের পূর্ণ পরিণতি। অভাবে আরম্ভ, অন্তে ঈশ্বরে নির্ভর।

সংসর্গ

"দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ"।—নারদভক্তিসূত্র।

কুসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

কুচিন্তা, কুগ্রন্থ অধ্যয়ন, কুচিত্র দর্শন, কুবাক্য ও কুসংগীত শ্রবণ, কুসংসর্গ সমস্তই কুসঙ্গ। কু অর্থই কু। এ সমস্ত অত্মানুশীলনের কণ্টক স্বরূপ। সাধুসঙ্গ বড়ই প্রয়োজন। সাধু, ত্যাগী, কর্ম্মী লোকেই বন্ধুত্বের মুল্য বুঝিয়া থাকেন। উপরোক্ত দ্বাদশটী গুণ দেখিয়া একাদি ক্রমে বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া বন্ধুস্থির করাই উচিত, নতুবা মহা বিপদ; বন্ধুর মত মিত্রও নাই, আবার বন্ধুর মত শত্রুও নাই।

"A friend in need is a friend indeed."

বিপদেই বন্ধুর পরীক্ষা। ত্যাগভাবটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

"সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কিছু নয়।
কেবল ঈশ্বর, এই বিশ্ব পতি যিনি,
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি॥"—সদ্ভাবশতক।

"আপনা বুঝিয়া, সুজন দেখিয়া,
পিরীতি করিব তায়।
পিরীতি রতন, করিব যতন,
যদি সমানে সমানে হয়॥
সখি হে পিরীতি বিষম বড়।
যদি পরাণে পরাণে, মিশাইতে পারে,
তবে সে পিরীতি দড়॥
ভ্রমর সমান, আছে কত জন,
মধু-লোভে করে প্রীত।
মধু পান করি, উড়িয়ে পলায়,
এমতি তাহার রীত॥

বিধুর সহিত,　　　　কুমুদ পিরীত,
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে কুজনে,　　　　পিরীতি হইলে,
এমতি পরাণ ঝুরে॥
সুজনে কুজনে,　　　　পিরীতি হইলে,
সদাই দুখের ঘর।
আপন সুখেতে,　　　　যে করে পিরীতি,
তাহারে বাসিব পর॥
সুজনে সুজনে,　　　　অনন্ত পিরীতি,
শুনিতে বাড়ে যে আশ।
তাহার চরণে,　　　　নিছনি লইয়া,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥"

"ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে।
ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পুরিসুত্তমে॥"—ধম্মপদ

পাপী ও পুরুষাধমকে মিত্র করিবে না ; ধার্ম্মিক ও পুরুষোত্তমকে মিত্র করিবে।

"যে বৈ ভেদনশীলাস্তু সকামা নিস্ত্রপাঃ শঠাঃ।
তে পাপা ইতি বিখ্যাতাঃ সবাসে পরিগর্হিতাঃ"—মহাভারত

"যাহারা ভেদকারী, কামপরায়ণ, নির্লজ্জ ও শঠ, তাহারা পাপাত্মা ; তাহাদের সহবাস কর্ত্তব্য নহে।"

"পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥"—হিতোপদেশ

অসাক্ষাতে কার্য্যহন্তা ও প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী, এমন বিষকুম্ভ পয়োমুখ মিত্রকে ত্যাগ করিবে।

"ঔরসং কৃতসম্বন্ধং তথা বংশক্রমাগতম্।
রক্ষিতং ব্যসনেভ্যশ্চ মিত্রং জ্ঞেয়ং চতুর্ব্বিধম্॥"—হিতোপদেশ

ঔরস, কৃতসম্বন্ধ, বংশক্রমানুগত ও ব্যসন হইতে রক্ষিত এই চারি প্রকার মিত্র।

"স্বাভাবিকন্তু যন্মিত্রং ভাগ্যেনৈবাভিজায়তে।
তদকৃত্রিমসৌহার্দ্দমাপৎস্বপি ন মুঞ্চতি॥"—হিতোপদেশ

স্বভাবের একীভাব ও এক উদ্দেশ্যযুক্ত মিত্র ভাগ্যেই মিলে, এই অকৃত্রিম মিত্রতা আপৎ কালেও যায় না।

"শুচিত্বং ত্যাগিতা শৌর্য্যং সমানং সুখদুঃখয়োঃ।
দাক্ষিণ্যং চানুরক্তিশ্চ সত্যতা চ সুহৃদ্‌গুণাঃ॥"—হিতোপদেপ

শুচিতা, ত্যাগশীলতা, শৌর্য্য, সুখ ও দুঃখে সমপ্রাণতা, নিপুণতা, অনুরাগ ও সত্যপ্রিয়তা এই সকল সুহৃদের গুণ।

"রহস্যভেদো, যাচ্ঞা চ নৈষ্ঠুর্য্যং চলচিত্ততা।
ক্রোধো নিঃসত্যতা দ্যূতমেতন্মিত্রস্য দূষণং॥"—হিতোপদেশ

রহস্যভেদ, যাচ্ঞা, নিষ্ঠুরতা, চিত্তচাঞ্চল্য, ক্রোধ, মিথ্যাচরণ ও দ্যূতক্রীড়া এই সকল মিত্রের দোষ।

উপরোক্ত দ্বাদশটি গুণ যাহার ভিতর আছে, তিনিই বন্ধু হইবার উপযুক্ত পাত্র। ঐ দ্বাদশটি গুণের একটিরও অভাব হইলে চলিবে না; পরে শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। খৃষ্ট বলিয়াছিলেন—

"Oh God, Save me from my friends."—The Bible.

হে পিতঃ, বন্ধুদের হস্ত হইতে ত্রাণ কর।

এখানে বন্ধু অর্থ দুর্জ্জন।

কুসংসর্গ হইতেই সমস্ত পাপের উদ্ভব।

"কাম-ক্রোধ-মোহ-স্মৃতিভ্রংশ-বুদ্ধিনাশ-সর্ব্বনাশকারণত্বাৎ।"—নারদভক্তিসূত্র।

"কুসংসর্গই কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও সর্ব্বনাশের কারণ।" দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সংসর্গে, তাহাদিগের দৃষ্টান্তে ও প্ররোচনায় ভোগ-লালসা ও বিলাসবাসনা বলবতী হয়। ইহা পরিতৃপ্ত করিতে কোন বাধা পাইলেই ক্রোধের উদ্রেক হয়।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধাঽভিজায়তে॥"—গীতা।

"যাহাকে মনে পুনঃ পুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জন্মিবে; আসক্তি জন্মিলে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে; না পাইলেই প্রতিরোধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। যেখানে কোনরূপ বাসনা চরিতার্থ করিবার বাধা পাওয়া যায় সেই খানেই ক্রোধের উদয় হয়।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"—গীতা।

"ক্রোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা ও মূঢ়তা জন্মে, মূঢ়তা হইতে কার্য্য-কারণ-পরম্পর-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ভুলিলে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশে বিনাশ।" বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন দুর্জ্জন লোককেও পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

"দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥"—চাণক্য।

সাধু বন্ধুদিগের ভিতর সদা সর্ব্বদা সদালোচনা হইয়া থাকে, অসদালোচনা হইতে পারেনা। সদালোচনায় আত্মানুশীলন উজ্জ্বল করে।

"ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ॥"—ধম্মপদ।

সদ্ধর্ম্ম আচরণ করিবে ; অপরধর্ম্ম আচরণ করিবেনা। ধর্ম্মচারী ইহ ও পর উভয় লোকেই সুখে থাকেন। অপরধর্ম্ম অর্থ পাপ-পথ।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"—গীতা।

আত্ম-ধর্ম্মে মৃত্যুও অমৃত, পর-ধর্ম্ম ভয়াবহ। আত্ম-ধর্ম্ম অর্থ আত্মার (Self) ধর্ম্ম, আত্মানুশীলন (Self-culture, Self-realisation). আত্মা অর্থ জীবাত্মা (Self) ; পরমাত্মা, প্রেমময় দেবতা আরও বেশী কিছু। অপরধর্ম্ম অর্থ পশুত্ব (animality). মানবের ভিতর শূরত্ব (rationality) ও পশুত্ব (animality) আছে। পশুত্বই (animality) পর-ধর্ম্ম।

চৈতন্যদেব ভক্তি-সাধন সম্বন্ধে সনাতনকে বলিয়া ছিলেন,—

"সৎসঙ্গ কৃষ্ণ -সেবা ভাগবৎ নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়॥"—চৈতন্যচরিতামৃত

সৎসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন। বন্ধুত্বই আত্মানুশীলনের প্রথম সোপান। ব্রজে বাস অর্থ গোষ্ঠবাস, পথ-ভ্রমণ, তীর্থ-ভ্রমণ। ব্রজ্ (গমনকরা)+ অল্ ; গমন।

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র-বিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ॥"

সম্পদে ও বিপদে যিনি নিকটে উপস্থিত থাকেন তিনিই বন্ধু।

———

দশম কল্প।

৩। ধর্ম্ম-নিয়ম—পন্থা (The Laws of Duties).

হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র,—বেদ, সংহিতা ও গীতা।

(১) হিন্দু-ধর্ম্ম-নিয়ম ঃ—

১। ধৃতি—

ধৃতি অর্থ ধারণা করা, স্মরণ রাখিবার শক্তি ; ধৈর্য্য, সর্ব্বত্র প্রীতি, সন্তোষ, উৎসাহ ও শৃঙ্খলা। ধৃতি দ্বারা উশৃঙ্খলতা নষ্ট হয় ; উশৃঙ্খলতার এক কারণ নিরঙ্কুশভাবে বিহার। চিত্তকে দেশ বিশেষে ধ্যেয় বা ভাব্য বস্তুতে বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা।

"দেশ বন্ধাৎ চিত্তস্য ধারণা।"—পাতঞ্জল।

নির্দ্দিষ্ট ও স্থিরনিয়ম (Routine) অনুযায়ী কার্য্য করিলে শৃঙ্খলা-সাধন হয়।

২। ক্ষমা—

"কেহ অপকার করিলে স্বতঃই প্রত্যপকারে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে নিরোধ করাই ক্ষমা।"—ধর্ম্মব্যাখ্যা।

অপকারসহন, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা।

"ক্ষময়া পৃথিবী সমঃ।"

৩ দম—

শোক ও তাপাদিদ্বারা সাধারণতঃ চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হয়, ইহাকে সংযত করাই দম, ক্লেশসহন।

৪। অস্তেয়—

অবিধিপূর্ব্বক পরস্বগ্রহণের স্বতঃই প্রবৃত্তি হয় ; ইহা নিরুদ্ধ করাই অস্তেয়-নিগ্রহ। চৌর্য্য ত্যাগের নাম অস্তেয়-সাধন। চুরি করা মহা পাপ।

" অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোহপস্থানম্।"

পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হইলেই জগতের অতুল ধনরত্ন, তাহার নিকটে উপস্থিত হয়।

৫। শৌচ—

(১) শরীর ও (২) মনের নির্ম্মল ভাব। পবিত্রতা, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা।

"Cleanliness is next to Godliness."

৬। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—

ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে সংযত করাই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। ইন্দ্রিয়জয়, ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখা। ইন্দ্রিয় তিন প্রকার :—
(১) জ্ঞানেন্দ্রিয় ; জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্।
(২) অন্তরেন্দ্রিয় ; অন্তরেন্দ্রিয় চারিটি—মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত।
(৩) কর্ম্মেন্দ্রিয় ; কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি—বাক্, পানি, পাদ্, পায়ু ও উপস্থ।

বেদান্তমতে এই চতুর্দ্দশটি ইন্দ্রিয়। সুশ্রুতমতে একাদশ ইন্দ্রিয়, যথা—(১) শ্রোত্র, (২) ত্বক্, (৩) চক্ষু, (৪) জিহ্বা, (৫) ঘ্রাণ, (৬) বাক্, (৭) হস্ত, (৮) উপস্থ, (৯) পায়ু, (১০) পাদ্, (১১) মনঃ। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয় ও অপর পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন উভয়াত্মক।

৭। ধী—

শাস্ত্রাদি ও অপর-লব্ধ-জ্ঞান দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব-নিশ্চয়-শক্তি ধীশক্তি।

৮। বিদ্যা—

যাহা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম জানা যায়, জ্ঞান। "যাহা দ্বারা অন্তরস্থ চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা যায়; শরীরাদি হইতে আপনাকে (Self) বুদ্ধি, অহংকার, অভিমান প্রভৃতি, অন্তরস্থ পদার্থ সকল আম্র ও কাঁঠালের রসাস্বাদের ন্যায় পৃথকরূপে জাজ্বল্যমান মানসিক প্রত্যক্ষ করিতে পারে।"—ধর্ম্মব্যাখ্যা।

৯। সত্য—

(১) কায়, (২) মন ও (৩) বাক্যদ্বারা সম্পূর্ণ যথার্থআচরণ করা। অমিথ্যা, যথার্থ। মাৎসর্য্য (পরশ্রীকাতরতা) মিথ্যাআচরণ।

"যথার্থ কথনং যচ্চ সর্ব্বলোক সুখপ্রদং।
তৎসত্যমিতি বিজ্ঞেয়মসত্যং তদ্বিপর্য্যয়ম্॥"

যথার্থকথনই সর্ব্বলোক সুখপ্রদ।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

"যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।"

"সত্যং বদ ধর্ম্মংবদ সাধ্যায়ন্মাপ্রমদ।"—উপনিষৎ।

সত্য কথা বল, ধর্ম্ম আচরণ কর এবং প্রমাদ রহিত হইয়া অধ্যয়ন কর।

"পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমানসম্॥"—মনু।

"পর দ্রব্যে ইচ্ছা, পরের অনিষ্ট চিন্তা, বিপরীত বুদ্ধি, এই তিন প্রকার মানসিক কর্ম্ম অশুভ ফলজনক; ইহার বিপরীত কর্ম্ম শুভজনক।"

"পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥"—মনু।

"অপ্রিয় বাক্য, মিথ্যা বাক্য, পরদোষাবিষ্কার, অসম্বন্ধ প্রলাপ, এই চারি প্রকার বাচনিক কর্ম্ম অশুভফলজনক; ইহার বিপরীত কর্ম্ম শুভজনক।"

"অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥"—মনু।

অদত্ত গ্রহণ, হিংসা, পরস্ত্রীগমন, এই তিনটী শারীরিক কার্য্য অশুভফলজনক; ইহার বিপরীত কর্ম্ম শুভজনক।

"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ
মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্॥"

সত্য কথা বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় (অপরের অনিষ্টকর) সত্য কদাচ বলিবে না। মিতভাষী হওয়া কর্ত্তব্য; ধীর, স্থির ভাবে বাক্যালাপ শান্তিপ্রদ।

"কায়েন সংবুতা ধীরা অথো বাচায় সংবুতা।
মনসা সংবুতা ধীরা তে বে সুপরিসংবুতা॥"—ধম্মপদ।

যাঁহারা কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত ও মনে সংযত সেই নির্ম্মল চরিত্র ব্যক্তিগণই যথার্থ সাধু ও সুসংযত।

১০। অক্রোধ—

ক্রোধাভাব, ক্রোধ শূন্য, ক্রোধ-নিবৃত্তি।

" অক্রোধ পরমানন্দ মোর গৌরহরি। "—চৈতন্যচরিতামৃত।

"অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং॥"—ধম্মপদ।

ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা সংযত করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা সংযত করিবে, কৃপণকে দান দ্বারা সংযত করিবে, মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা সংযত করিবে।

ক্রোধ-সংযম-উপায় ঃ—

(১) স্বকীয় দুর্ব্বলতা ও দোষেরদিকে দৃষ্টি ক্রোধের প্রবল শত্রু।

(২) ক্রোধের কুফল চিন্তন ও আলোচনায় ক্রোধ দূর হয়।

(৩) ক্রোধের সময় নীরব থাকা ও স্থানপরিবর্ত্তন করা ক্রোধ দমনের সুন্দর উপায়।

(৪) অবহেলা ও উপেক্ষা ক্রোধ সংযত করে।

(৫) ক্রোধ হইবা মাত্রই আত্মদোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় ক্রোধ সংযত হয়।

(৬) ক্রোধ স্থায়ী হইলে শরীর ধ্বংস ও মনে গ্লানি হয়; ক্রোধ যাহাতে স্থায়ী না হয় এরূপ উপায় অবলম্বন শ্রেয়ঃ। সেবা ও উপাসনা-নাম-জপাদি ক্রোধ-দমনের উৎকৃষ্ট উপায়।

(৭) ক্রোধের সময় উৎকট শারীরিক পরিশ্রম ও গীত-বাদ্য-নৃত্য উত্তম প্রতিকারক।

(৮) কাম ও অভিমান হইতে ক্রোধের উৎপত্তি; অতএব কামনা সর্ব্বতোভাবেই পরিত্যাজ্য; ইহাই গীতার শিক্ষা। পরচর্চ্চা, অহংকার, লোভ ও পরশ্রীকাতরতায় দ্বেষ উপস্থিত হয়; দ্বেষ ক্রোধকে আহ্বান করে; অতএব এ সমস্তই পরিত্যাগ করিবে।

(৯) ক্রোধের সময় এক হইতে একশত পর্য্যন্ত সংখ্যা-গণনা ক্রোধ দূর করে। ইহা আমাদের গৃহ-শিক্ষক, অশীতিপর বৃদ্ধ পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট সাত বৎসর বয়সের সময় শিক্ষা করি। এই সংখ্যা-গণনায় ক্রোধ বিশেষ ভাবে সংযত হয়।

"মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥"—মহাভারত।

অভিমান পরিত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করিলে শোক করিতে হয় না, কামনা ত্যাগ করিলে অর্থবান্ এবং লোভ ত্যাগ করিলে সুখী হয়।

১১। দান—

বিতরণ, ত্যাগ, লাভে উপেক্ষা। নিজের স্বত্ব নিবৃত্তি পূর্ব্বক পর স্বত্বোৎপত্তি।

"দানমেকং কলৌযুগে।"

কলিযুগে দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। দান ও ত্যাগ ব্যতীত সেবা হয় না; সেবা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ।

"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো ব্যসনে চাপ্যনুগ্রহঃ।
যচ্চাভিলষিতং দদ্যাত্তৃষিতাভিযাচতে।
দত্তং মন্যেত যদ্দত্বা তদ্দানং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥" —মহাভারত।

সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান এবং কাহারো বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাকে সাহায্যদান ও প্রার্থনানুরূপ ধন দান করিবে। ঐরূপ দানই শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

"যস্য চাত্মার্থমেবার্থঃ স চ নার্থস্য কোবিদঃ।
রক্ষেত ভৃতকোঽরণ্যে যথা গাস্তাদৃগেব সঃ ॥"—মহাভারত।

যে ব্যক্তির অর্থ কেবল আত্মভোগেই পর্য্যবসিত হয়, সে অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা জানে না। যেমন রক্ষকগণ অরণ্যে গো রক্ষা করে, সেও সেইরূপ কেবল অর্থ রক্ষা করিয়া থাকে।

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥"—মহাভারত।

"দরিদ্র লোককে প্রতিপালন কর, ধনীকে ধন দান করিও না; রোগীরই ঔষধ আবশ্যক হয়, অরোগীর ঔষধে প্রয়োজন কি ?"

"অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্যচিৎ লীলয়াপিবা।
অবজ্ঞয়াচ যদ্দত্তং দাতুস্তদ্দোষমাবহেৎ॥"—রামায়ণ।

অবজ্ঞা বা কৌতুক পূর্ব্বক কাহাকেও দান করিবে না। অবজ্ঞা সহকারে দান করিলে, দাতা দোষ প্রাপ্ত হয়েন। মন্তব্যঃ—এই দানকে মহাভারতে অধম দান বলে।

"অভিগম্য চ তত্তুষ্ট্যা দত্তমাহুরভিষ্টুতম্।
যাচিতেন তু যদ্দত্তং তদাহুর্ম্মধ্যমং বুধাঃ॥"—মহাভারত।

কাহারো নিকট গিয়া তাহার প্রীত্যর্থে যে দান, তাহাই শ্রেষ্ঠ দান। কেহ প্রার্থনা করিলে যে দান দেওয়া হয়, তাহাকে মধ্যম দান বলে।

"অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মো ধনেন যঃ।
ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥"—মহাভারত।

যে অন্যায় উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা দান ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার সেই কর্ম্ম তাহাকে পাপজনিত মহদ্ভয় হইতে ত্রাণ করিতে পারে না।

মন্তব্য ঃ—অন্যায় উপার্জ্জিত অর্থ স্বকীয় ভোগের নিমিত্ত না রাখিয়া পরার্থে দান মন্দের ভাল; স্বকীয় ভোগ ত্যাগই শ্রেয়ঃ, উত্তম দান। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে স্বার্দ্ধংত্যজতি পণ্ডিতঃ।"

"পানীয়ং পরমং দানং দানানাং মনুরব্রবীৎ।
তস্মাৎ কূপাংশ্চ বাপীশ্চ তড়াগানি চ খানয়েৎ॥"—মহাভারত।

"মনু কহিয়াছেন, সকল দান অপেক্ষা জলদানই উৎকৃষ্ট; অতএব মনুষ্য কূপ বাপী ও তড়াগাদি খনন করাইবে।"

"সদ্যো দদাতি যশ্চান্নং সদৈকাগ্রমনা নরঃ:
স দুর্গানবাপ্নোতীত্যেবমাহ পরাশরঃ॥"—মহাভারত।

পরাশর কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি একাগ্রমনে অন্নদান করেন, তাঁহাকে বিপদে পতিত হইতে হয় না।

"ন বে কদরিয়া দেবলোকং বজন্তি বালা হবে ন প্পসংসন্তি দানম্।
ধীরো চ দানং অনুমোদমানো তেনেব সো হোতি সুখী পরত্থ ॥"—ধম্মপদ।

কৃপণ লোকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হয় না, মূর্খেরা দানকে প্রশংসা করে না, পণ্ডিতগণ দানকে প্রশংসা করেন এবং সেই হেতুই পরলোকে সুখী হয়েন।

১২। অহিংসা—

হিংসাভাব; মন, বাক্য এবং কায়দ্বারা পরপীড়া বর্জ্জন; কাহারও অনিষ্ট না করা। পরের মন্দ চেষ্টায় না থাকা। কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই তিনপ্রকার হিংসা পরিত্যাগই অহিংসা। কৃত অর্থ হিংসা স্বয়ং করা; কারিত—অন্যের দ্বারা, এবং অনুমোদিত অর্থাৎ অন্যে হিংসা করিলে অনুমোদন করা।

"ধনেন ক্রয়িকো হন্তি খাদকশ্চোপভোগতঃ।
ঘাতকো বধবন্ধাভ্যামিত্যেষ ত্রিবিধোবধঃ ॥"—মহাভারত।

যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে, এবং যে ব্যক্তি উহার মাংস ভোজন করে, উহাদের তিন জনেরই এক এক প্রকারে ঐ জন্তুকে বধ করা হয়।

"অখাদন্ননুমোদংশ্চ ভাবদোষেণ মানবঃ।
যোঽনুমোদতি হন্তব্যং সোঽপি দোষেণ লিপ্যতে ॥"—মহাভারত।

যে মানব স্বয়ং মাংস ভোজনে বিরত হইয়াও কোন প্রাণীর বধকার্য্যে অনুমোদন করে, তাহাকেও ঐ পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

"ন ভক্ষয়তি যো মাংসং ন চ হন্যান্নঘাতয়েৎ।
তন্মিত্রং সর্ব্বভুতানাং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥"—মহাভারত।

"স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশুহিংসা ও মাংস ভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে সর্ব্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।"

"অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানামায়ুষ্মান্নীরুজঃ সুখী।
ভবত্যভক্ষয়ন্মাংসং দয়াবান্ প্রাণিনামিহ॥"—মহাভারত।

"যিনি প্রাণীগণের প্রতি দয়াবান্, এবং মাংস ভোজনে পরাঙ্মুখ, তিনি দীর্ঘায়ু, রোগবিহীন ও সর্ব্বভূতের অধৃষ্য হইয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন।"

"রূপমব্যঙ্গতামায়ুর্ব্বুদ্ধিং সত্ত্বং বলং স্মৃতিম্।
প্রাপ্তুকামৈর্নরৈর্হিংসা বর্জ্জিতা বৈ মহাত্মভিঃ॥"—মনু।

যাহারা রূপবান্, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ু, বলশালী ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাহাদিগের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্তই আবশ্যক।

"অহিংস্রস্য তপোঽক্ষয়মহিংস্রো যজতে সদা।
অহিংস্রঃ সর্ব্বভূতানাং যথা মাতা যথা পিতা॥"—মহাভারত।

অহিংসক ব্যক্তির অক্ষয় তপস্যা ও যজ্ঞ করা হয়। অহিংসক ব্যক্তি সর্ব্বভূতের পিতা ও মাতা স্বরূপ।

মন্তব্য ঃ—সম্পূর্ণরূপে হিংসা ত্যাগ হইলে, বন্য পশু, পক্ষীও নির্ভয় হৃদয়ে তাহার নিকট উপস্থিত হয়, একথা শ্রুত হওয়া যায়।

"অহিংসকা যে মুনয়ো নিচ্চং কায়েন সংবুতা।
তে যন্তি অচ্চুতং ঠানং যত্থ গন্তা ন সোচরে॥"—ধম্মপদ।

যে মুনিগণ অহিংসক, দেহে নিত্য সংযত; তাঁহারা শাশ্বত স্থান অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ করেন, যে স্থানে গেলে আর শোক করিতে

হয় না। হিংসা লোভহেতু, মোহহেতু এবং ক্রোধহেতু হইতে পারে। হিংসার ফল অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত অজ্ঞানতা।

"অহিংসা পরমো ধর্ম্মস্তথাহিংসা পরো দমঃ।
অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ॥"—মহাভারত।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম দম, অহিংসা পরম দান এবং পরম তপস্যা।

১৩। ব্রহ্মচর্য্য :—

বীর্য্যধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য।

"বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।"

বীর্য্য অর্থ শুক্র। শুক্র ধাতুকে অবিচলিত ও অবিকৃত রাখাই ব্রহ্মচর্য্য।

সপ্ত ধাতু যথা। :—

"এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিত্বা দেহং দধতি যৎ নৃণাম্।
রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থি-মজ্জা-শুক্রাণি ধাতবঃ॥"—সুশ্রুতসংহিতা

(১) রস, (২) রক্ত, (৩) মাংস, (৪) মেদ, (৫) অস্থি, (৬) মজ্জা ও (৭) শুক্র। এই সাতটী দেহকে ধারণ করে বলিয়াই ইহাদের নাম ধাতু।

(১) রস—

"সম্যক্ পক্কস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ।"

ভুক্তদ্রব্য সম্যক্‌ভাবে পরিপক্ক হইলে তাহার সারভাগকে রস বলে।

(২) রক্ত—

"যদা রসো যকৃদ্‌যাতি তত্র রঞ্জকপিত্তকঃ।
রাগং পাকঞ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্রক্তসংজ্ঞকঃ॥"

যখন রস যকৃতে নীত হইয়া তত্রস্থ রঞ্জক নামক পিত্তদ্বারা লোহিতবর্ণ এবং পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তখনই উহা রক্ত নামে অভিহিত হয়।

(৩) মাংস ও (৪) মেদ—

"শোণিতং স্বাগ্নিনা পক্কং বায়ুনা চ ঘনীকৃতম্।
যন্মাংসং স্বাগ্নিনা পক্কং তন্মেদ ইতি কথ্যতে ॥"

"স্বীয় অগ্নিদ্বারা পক্ক এবং বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হইয়া রক্তের সার ভাগই মাংসরূপে পরিণত হয়। মাংস স্বীয় উত্তাপে পক্ক হইলে তাহার সারাংশ মেদরূপে পরিণত হয়।"

(৫) অস্থি—

"মেদো যৎ স্বাগ্নিনা পক্কং বায়ুনা যাতি শোষতাম্।
তদস্থিসংজ্ঞাং লভতে সসারং সর্ব্ববিগ্রহে ॥"

মেদ স্বীয় তেজে পক্ক এবং বায়ু কর্তৃক শুষ্ক হইয়া অস্থিরূপ ধারণ করে। এই অস্থিই শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

(৬) মজ্জা—

"অস্থি যৎ স্বাগ্নিনা পক্কং তস্য সারো দ্রবো ঘনঃ।
যঃ স্বেদবৎ পৃথগ্‌ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে ॥"

অস্থি স্বীয় তেজে পরিপক্ক হইলে তাহার সারাংশ তাহা হইতে স্বেদবৎ নির্গত হয়, এবং তাহাই প্রথমে তরল এবং পরে ঘনীভূত হইয়া মজ্জা নামে অভিহিত হয়।

(৭) শুক্র—

"শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ ॥"

শুক্র সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং বল ও পুষ্টিকারক। উহা গর্ভের বীজস্বরূপ, শরীরের সার, এবং জীবনের প্রধান আশ্রয়।

ওজঃ—

"ওজস্তু তেজো ধাতুনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতি নিবন্ধনম্ ॥"

রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্তধাতুর তেজকে ওজঃ বলে। হৃদয় ইহার প্রধান আধার হইলেও, উহা সর্ব্ব শরীরব্যাপী এবং শরীর রক্ষার প্রধান সহায়।

"রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা, মজ্জা শুক্রস্য সম্ভবঃ॥"

(১) রস হইতে (২) রক্ত, রক্ত হইতে (৩) মাংস, মাংস হইতে (৪) মেদ, মেদ হইতে (৫) অস্থি, অস্থি হইতে (৬) মজ্জা, মজ্জা হইতে (৭) শুক্র উৎপন্ন হয়।

"রস আহার হইতে এক দিবসেই উৎপন্ন হয়। রস রক্ত রূপে পরিণত হইয়া পাঁচ দিন থাকে। সেই রক্ত মাংসরূপে সারভূত হইয়া পাঁচ দিন থাকে। মাংস মেদরূপে সারভূত হইয়া পাঁচ দিন থাকে। মেদ অস্থিরূপে পরিণত হইয়া পাঁচদিন থাকে। অস্থি মজ্জারূপে সারভূত হইয়া পাঁচ দিন থাকে। আর মজ্জা শুক্ররূপে পরিণত হইতে *পাঁচ দিন লাগে। রস শুক্ররূপে পরিণত হইতে একমাস লাগে।* এইরূপ স্ত্রীদিগের আর্ত্তব হইতেও একমাস লাগে।"—যশোদানন্দন।

শুক্র শরীরের উৎকৃষ্ট উপাদান; ইহা নষ্ট করা আর আত্মহত্যা করা একই।

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।"
"Chastity is life, Sensuality is death."

১। কাম-প্রবৃত্তি সম্যক্ দমনই ব্রহ্মচর্য্য। ইহা আট প্রকার ঃ—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥"

স্ত্রীপুরুষের স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন (কামপ্রবৃত্তি) পরিত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে।

ইহাও কৃত, কারিত ও অনুমোদিত হইতে পারে। অব্রহ্মচর্য্যই মৃত্যু।

"ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো নতু মানুষঃ॥"—জ্ঞানসংকলনীতন্ত্র।

পণ্ডিতগণ তপস্যাকে তপস্যা বলেন না; ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা; যিনি ঊর্দ্ধরেতা তিনি মানুষ নহেন, দেবতা।

"অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্বনে ধনম্।
জিণ্ণকোঞ্চাহ্ব ঝায়ন্তি খীনমচ্ছেহ্ব পল্ললে॥"—ধম্মপদ।

"ব্রহ্মচর্য্য আচরণ না করিলে, যৌবনে ধন উপার্জ্জন না করিলে মৎস্যহীন পুষ্করিণীতে জীর্ণ ক্রৌঞ্চের ন্যায় নাশ প্রাপ্ত হইতে হয়।"
—শ্রীচারুচন্দ্র বসু

ব্রহ্মচারী সুখী ও কৃতী; তাঁহার মস্তিষ্ক সবল, শরীর শক্তিমান্, মুখশ্রী স্নিগ্ধ ও সুন্দর, দেহ কর্ম্মপটু এবং মন প্রফুল্ল ও ভয়হীন।

ডাক্তার ক্যালরেট্ বলেন—

"Debility of intellect and especially of the memory characterizes the mental alienation of the licentious."

"ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মানসিক বিকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষতঃ স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতাদ্বারা লক্ষিত হয়।" ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, শিরঃপীড়া, স্নায়ু দুর্ব্বল, দেহ ক্ষীণ ও জরাগ্রস্ত হয়। মানসিক ও শারীরিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্প, ধৃতি শক্তির অভাব, চিত্তচাঞ্চল্য, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, মনের ঔদাস্য, দুশ্চিন্তা ও নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্যরোগ উপস্থিত হয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও সুশ্রুত-সংহিতায় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত।

"ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।"—পাতঞ্জলযোগসূত্র।

যিনি অবিচলিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল লাভ হয়। এমন লোক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ জয় করেন।

"Know ye not, that ye are the Temple of God ; and that the Spirit of God dwelleth in you ? If any man defile the Temple of God, him shall God destroy."—The Bible.

তুমি ভগবানের মন্দির, প্রেমময় দেবতা তোমার ভিতর আছেন। যদি কেহ কামাদি দ্বারা তাঁহার মন্দির অপবিত্র করে, তবে তাহার বিনাশ অনিবার্য্য।

২। সাধুসঙ্গই সাধন-সহচর ; সদ্‌গ্রন্থ পাঠ সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

সৎসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ব্রহ্মচর্য্য সাধনের উৎকৃষ্ট উপায়। যাহার মনে কুপ্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহার নির্জ্জনে থাকা ভাল নহে, সাধুসঙ্গ, তীর্থভ্রমণ, সদালোচনা, সঙ্গীত ও সেবা উত্তম পন্থা।

৩। নাম-জপ, স্তোত্রপাঠ, উপাসনা প্রভৃতি ভক্তিসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় ; ভক্তি আসিলে ভোগ নষ্ট হয়, ত্যাগ আসে, কাম ও কুপ্রবৃত্তি উড়িয়া যায়। যাহার জীবন অপবিত্র হইয়াছে, নাম-জপ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হউক, পাপ অবশ্য নষ্ট হইবে। নাম-জপ—বিশেষতঃ শয়নের পূর্ব্বে নাম-জপ, কামদমনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ; এটি পরীক্ষিত সত্য ; অন্য উপায় বৃথা, তবে মন্দের ভাল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ গাহিতেন,—

"মা এমনি মেয়ের মেয়ে,
যাঁর নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাইয়ে।"

অব্রহ্মচর্য্যরূপ হলাহল পান করিয়াছ, ঈশ্বরের নামে, মায়ের নামে, হরিনামে মাতিয়া যাও; এ জন্মের ও পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা ঠাকুর রামকৃষ্ণের অভয়বাণী।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

ওঠ, জাগ, কার্য্য না করিয়া ফিরিও না।

"Arise, awake and stop not, till the goal is reached."—Vivekananda.

"ঠাকুর এইবার গান গাহিয়া বলিতেছেন, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি বড়।

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।
আমার ভক্তি যে বা পায়, সে যে সেবা পায়,
তারে কেবা পায়, সে যে ত্রিলোকজয়ী।"—রামকৃষ্ণকথামৃত।

জয় ঠাকুররামকৃষ্ণ, জয় স্বামীবিবেকানন্দ। তোমাদের সহৃদয়তা, কৃতকর্ম্মতা ও অধ্যবসায়ের জন্যই এ দেশে একটা সজীবতা দেখা যায়। তোমরাই মনুষ্যরূপী দেবতা।

"কামতো জায়তে সোকো, কামতো জায়তে ভয়ম্।
কামতো বিপ্পমুত্তস্‌স, নত্থি সোকো কুতো ভয়ম্॥"—ধম্মপদ।

কাম হইতে শোক, ও ভয় উৎপন্ন হয়। যিনি কাম হইতে বিপ্রমুক্ত তাঁহার শোক নাই ভয় কেমন করিয়া থাকিবে?

৪। মৃত্যু-চিন্তা কাম জয় করিবার একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহাতে মানব আর্ত্ত হয় এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা পায়।

"অবস্‌সম্ ময়া মরিতব্বম্।"

আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই চিন্তায় অবতার বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। নির্ব্বাণ অর্থ মুক্তি, কামনা, বাসনা ও পশুত্বের নাশ।

৫। *মদ্য, সিদ্ধি, তামাক, গাঁজা, অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ;* মাংস, ডিম্ব, কর্কট, সর্ষপ, মরীচ, পেঁয়াজ প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করা ভাল নহে। উত্তেজনাই কাম। এই সমস্ত দ্রব্য ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করে। তাম্বূল চর্ব্বণ নিষিদ্ধ।

The chief effects of Alcoholism may be summarized :—

1. "Irritability of temper, forgetfulness, and a change in the moral character of the individual gradually come on. The judgment is seriously impaired, the will enfeebled. and in the final stages dementia may supercene."—Sir. Osler M. D.

মদ্য পায়ীর চিত্ত বিক্ষিপ্ত, স্মৃতিবিভ্রম ও নৈতিক চরিত্রের অধোগতি হয়। বিচার শক্তি ও ইচ্ছাশক্তির হ্রাস এবং পরিণামে উন্মাদাদি রোগ হয়।

2. Alchohol produces definite changes in the nervous system, the stomach, the liver and the kidneys.—Sir. Osler M. D.

মদ্য স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করে এবং পাকস্থলী, যকৃৎ ও মূত্র যন্ত্রের বিকৃতি উপস্থিত করে।

তিক্তদ্রব্য কাম দমন করে। উচ্ছে, নিম্বপত্র, নালতেপাতা, হরীতকী, পলতা, আমলকী, মৌরী, যষ্টিমধু প্রভৃতি সেবন করা ভাল। অত্যন্ত তিক্ত, অত্যম্ল, অতি লবণ, অতি কষায়, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রূক্ষ, অতি বিদাহী দ্রব্য প্রভৃতি সর্ব্বথা ত্যাজ্য। অতিরিক্ত কিছুই ভাল নহে।

"সৈন্ধবং কদলী ধাত্রী পনসাম্র হরীতকী।
গোক্ষীরং গোঘৃতাঞ্চৈব ধান্যমুদ্গতিলাযবাঃ ॥"

সৈন্ধব, কদলী, আমলকী, কাঁটাল, আম্র, হরীতকী, গোদুগ্ধ, গোঘৃত, ধান্য, মুগ, তিল, আর যব, এই সমস্ত দ্রব্য ব্রহ্মচর্য্য সাধক ও পবিত্র।

Milk is blood, only differs in colour.—Sir. Osler M. D.
দুগ্ধই শরীর রক্ষার উৎকৃষ্ট উপাদান।

৬। প্রত্যহ কোষ্ঠপরিষ্কার থাকিলে, শরীর সচ্ছন্দ ও মন প্রফুল্ল থাকে। প্রত্যহ প্রাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মলমূত্র ত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য সাধক। মলমূত্র হাঁচি প্রভৃতির বেগধারণ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ; ইহাতে বহুবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগজন্মিতে পারে। প্রত্যহ রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে এবং প্রত্যহ প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে জলপান করিলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় ও কোষ্ঠপরিষ্কার থাকে। ইহাতে শরীর স্নিগ্ধ হয় ; স্নিগ্ধতা কাম দমন করে।

"সূর্য্য উঠার পূর্ব্বে জল, পান করিলে নানা ফল।"—বিদ্যবিনোদ।

প্রথমে হস্তদ্বারা নাসিকা রুদ্ধ করত উষাপান করিলে সর্দ্দি হয় না, নতুবা প্রথম প্রথম অভ্যাসে একটু একটু সর্দ্দি হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে জলপান করা যায় আয়ুর্ব্বেদে তাহা 'উষাপান' বলিয়া অভিহিত।

৭। কঠিন শয্যা ও কঠিন উপাধান কাম দমন করে। ইহা বহুমূত্র (diabetes) রোগেরও উত্তম ঔষধ। গদী এবং দুগ্ধফেণনিভ, উচ্চ, কোমল শয্যায় শয়ন ও উপবেশন বিশেষ অপকারী।

৮। শীতল জলে নিত্যস্নান ব্রহ্মচর্য্য সাধক। স্নানে মন পবিত্র ও শরীর কর্ম্মপটু হয়। শরীর সুস্থ থাকিলে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় স্নান ভাল প্রাচীন ঋষিগণ ব্রহ্মচারীর আদর্শ, তাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান

করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য সাধন সহজ ব্যাপার নহে, ইহার নিমিত্ত কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে হয়।

"কাটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে!
দুঃখ বিনে সুখলাভ হয় কি মহীতে?"—সদ্ভাবশতক।

ব্রহ্মচর্য্য সাধনই শাশ্বত সুখ। শরীর স্নিগ্ধ ও মন পবিত্র রাখাই কাম দমনের উত্তম উপায়। মুক্ত বায়ু কাম দমনের অনুকূল। শয়নের পূর্ব্বে শুধু মুখ, কাণ, ঘাড়, হস্ত, পদ ও নাভির নিম্নস্থান প্রত্যহ শীতল জলে ধুইয়া শুইলে কাম নিশ্চয় দমন হয়; ইহাতে শরীর শীতল এবং মন স্থির ও পবিত্র থাকে।

৯। সর্ব্বদা কোনও কার্য্যে ব্যাপৃত ও ব্যস্ত থাকা কাম-দমনের প্রকৃষ্ট উপায়। শারীরিক পরিশ্রম ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিত্য ব্যায়াম অত্যন্তই প্রয়োজন; ইহাতে আলস্য দূর করে, এবং শরীর কর্ম্মঠ হয়। আলস্য পাপ। স্যাণ্ডোর ডাম্বেল চালন ভাল, বিজ্ঞান সম্মত। বিজ্ঞলোকের নিকট মুগুর, ডন, কুস্তি, শিক্ষাও মন্দ নহে। ১৩২০ সনে দামোদর নদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা জলপ্লাবনে ভাসিয়া যায়। ইহাতে অনেক লোক মরিয়া যায়। যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারাও মৃতপ্রায়। ঘর বাড়ী ডুবিয়া যায়; স্ত্রী, পুত্র ও পরিজন লইয়া অনাহারে, অর্দ্ধাহারে বহু ক্লেশ পায়। ঐ সময় আমি "মেট্রোপলিটান্ কলেজ রিলিফ্ পার্টি" ও "ফ্রেণ্ডস্ রিলিফ্ পার্টি" হইতে বন্ধু বান্ধব সহ কার্য্য আরম্ভ করি। এই কার্য্য তিন মাস ব্যাপী চলে। দিবারাত্র এক ভাবে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। ঐ সময় কোনও দুষ্প্রবৃত্তি মোটেই ছিলনা। সদা সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকা কাম-দমনের

মহৌষধ বটে ; কিন্তু ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তি, প্রেম না আসিলে সম্পূর্ণ দুষ্প্রবৃত্তি দমন হয় না। সেবাতে যে ভক্তির ভাব হয়, প্রেম বিকসিত হয়, তদ্গত চিত্ত হয় ইহাও তখন উপলব্ধি হয়। ইহাতে মনে অসীম সাহস আনিয়া দেয়। সেবা বস্তুটি ভগবানের আশীর্ব্বাদ। সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকা অত্যন্তই ভাল, আলস্যে মন চঞ্চল ও শরীর জড়-পিণ্ড হয়। আলস্যই দুষ্প্রবৃত্তির আবাস গৃহ।

"সুখং দুঃখান্তমালস্যং দুঃখং দাক্ষ্যং সুখোদয়ম্।
ভূতিস্ত্বেবং শ্রিয়া সার্দ্ধং দক্ষে বসতি নালসে॥"—মহাভারত।

"সুখের পরিণামে দুঃখ উপস্থিত হয়। আলস্যই দুঃখের প্রধান কারণ। দক্ষতা দ্বারা সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। মঙ্গল ও বিদ্যা দক্ষ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে।"

১০। *ল্যাঙ্গট্, জাঙ্গিয়া ও কৌপিন ব্যবহার কাম-দমনের* অত্যুত্তম উপায়। ইহাতে শরীর কর্ম্মপটু হয়। চৈতন্যদেব এইহেতু কৌপিন ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত করেন। আলস্য অশেষ দোষের আকর। ছোট ছোট ছেলেদের শরীর উন্মুক্ত রাখিয়া জাঙ্গিয়া ব্যবহার করান উত্তম। ইহাতে কুপ্রবৃত্তি দমন করে। অতিরিক্ত কিছুই ভাল নহে ইহা ধ্রুবসত্য। অভিজ্ঞ বৈষ্ণবদিগের নিকট কৌপিন ব্যবহার-প্রণালী জানিয়া লওয়া উচিত নতুবা কুফলও হইতে পারে। লেঙ্গটের অপব্যবহার হেতু অনেক সময় কুফল ও হয়, ইহা সাধারণতঃ লেঙ্গট ব্যবহার-প্রণালী না জানা বশতঃ ঘটিয়া থাকে, অভিজ্ঞ লোকের নিকট সমস্ত জানিয়া লওয়াই ভাল।

"মন্ত্রয়েৎ সহ বিদ্বদ্ভিঃ শক্তৈঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
স্নিগ্ধৈশ্চ নীতিবিন্যাসান্ মূর্খান্ সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥"—মহাভারত।

"বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করিবে, সমর্থ ব্যক্তির দ্বারা কর্ম্ম-সাধন করিবে ; হিতেচ্ছুব্যক্তির সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আলোচনা করিবে ; মূর্খগণকে এ সকল বিষয়ে ত্যাগ করিবে।"

১১। শ্রেয়ঃ ও প্রেয় জ্ঞানই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। কুপ্রবৃত্তি হইলে ইহার পরিণাম দুঃখকর, ইহা পাপ, জীবনের কলঙ্ক এইরূপ চিন্তা করার নাম নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। এই প্রকার চিন্তায় মস্তিষ্ক সজাগ হইয়া উঠে, শরীর কম্পিত হয় এবং দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হয়। জ্ঞানিগণ এই প্রকার গভীর চিন্তাদ্বারা কাম দমন করেন। এইটি গীতার শিক্ষা। কাম শরীর নষ্ট করে, মন নষ্ট করে ; কামই সাধন-কণ্টক। ইহা প্রেয় হইতে পারে, কখনও শ্রেয়ঃ হয় না। পরিণামে ইহাই ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, মৃত্যু আনয়ন করে। সকল ধর্ম্মবেত্তারাই এক বাক্যে একথা বলিয়া থাকেন।

১২। কাম-প্রবৃত্তি আসিবা মাত্রই উৎকট শারীরিক পরিশ্রম আরম্ভ করিয়া দেওয়া উত্তম উপায়। বুক্‌ডন্ করা, লম্ফ দেওয়া, দৌড়াদৌড়ি করা ইত্যাদি ভাল। মনই শরীরের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। কুচিন্তা আসিবা মাত্র মনের অবস্থান্তর করাই কাম-দমনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

১৩। কাম-প্রবৃত্তি আসিবা মাত্র খুব উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত কাম-দমনের সুন্দর ও সহজ উপায়। সৎ সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অনন্ত।

"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।"

যাহারা গান করিতে জানেন না তাঁহারা একাগ্র মনে উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র-পাঠ ও গ্রন্থ-পাঠ করিতে পারেন।

১৪। উপবাস কাম-দমনের শ্রেষ্ঠ উপায়। মধ্যে মধ্যে উপবাস স্বাস্থ্যপ্রদ ও ব্রহ্মচর্য্য-সাধক। উপবাসে মন সংযত ও পবিত্র হয়। ইহা শরীরের রসবৃদ্ধির অন্তরায় বলিয়া শরীর ও মনের বিশেষ উন্নতি করে। একাদশীর উপবাস ও আমাবস্যা-পূর্ণিমায় নিশিপালন স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ও হিতকর। একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় জগতের সর্ব্ববিধ বস্তুর ভিতর জলীয় অংশের অর্থাৎ রসের বৃদ্ধি হয়। প্রমাণ ঃ—নদীর জলে জোয়ার, বাতরোগীর বাতের বেদনা বৃদ্ধি, বৃদ্ধি-রোগে (Hydrocele) ও শোথ রোগে (dropsy) রুগ্নস্থানে জলসঞ্চয়। সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট শরীরেও রসের বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু শরীর সবল থাকা প্রযুক্ত ইহা বোধগম্য হয় না, মনে হয় ভালই আছি। দুর্ব্বল ও রুগ্ন শরীরে রসের প্রকোপ বেশ উপলব্ধি হয়। ঐ সময় রোগ বৃদ্ধিই ইহার প্রমাণ। আহার করিলে রস বৃদ্ধি হয়, অনাহার অর্থাৎ উপবাস করিলে রসের ক্ষয় হয়। একাদশীর উপবাস এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নিশিপালনে এই শারীরিক স্বভাবজ রসের সঞ্চয় নষ্ট হয়। উপবাসে শরীর স্থির ও মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়, ইহাতে কাম-দমন করে। সম্পূর্ণ নির্জ্জলা একাদশী করিতে অসমর্থ হইলে ক্রমে (১) আটার রুটী ও তরকারী ; পরে (২) শুধু দুগ্ধ ; এবং তৎপরে (৩) ফল ও মূল আহার করাই ভাল। হটাৎ কিছু করা ভাল নহে, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করাই শ্রেষ্ঠতম উপায়।

"হটাৎ অভ্যাস ধরা ছাড়া, দুয়েতেই হয় দেহের পীড়া।"

১৫। মাতৃ-চিন্তা কাম-দমনের উত্তম উপায়। "মা", "মা", "মা", কেমন সুন্দর কথা। পিতা ও মাতার ন্যায় এমন ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র সন্তানের আর কেহ নাই।

"পিতা ধর্ম্ম ঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা ॥

পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ।
ততোহি ত্রিষু লোকেষু ন চ মাতৃসমগুরু॥"

মায়ের নাম বড়ই পবিত্র; নাম স্মরণ মাত্রই ভক্তির ভাব জাগিয়া উঠে, দুষ্প্রবৃত্তি দূর হয়।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"—চাণক্য।

যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ, এবং সকল প্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, তিনি সত্যই দেখেন।

স্ত্রীলোক দর্শন মাত্রই মাতৃসম্ভাষণ কাম-দমনের উত্তম উপায়। ব্যষ্টি ভাবে, পৃথক ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে না দেখিয়া, সমষ্টি ভাবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ মাতৃ সন্দর্শন করিতেন। ইহাতে মনে অপরিমেয় পবিত্রতা আনয়ন করে। মন পবিত্র হইলে কুভাব দূর হয়। কাম ক্রোধাদি মনের নিকৃষ্ট অবস্থা, নিকৃষ্ট বস্তু উচ্চতর বস্তুর দাস।

"ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসম পুমান্।"—চাণক্য।

কামিনী ও কাঞ্চন শক্ত বস্তু; ইহা ত্যাগ করিতে পারিলেই মানুষ মানুষ নতুবা পশু; ইহাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের শিক্ষা।

"হরণঞ্চ পরস্বানাং পরদারাভিমর্ষণম্।
সুহৃদশ্চ পরিত্যাগস্ত্রয়ো দোষা ভয়প্রদাঃ॥"—মহাভারত।

"পরদ্রব্য হরণ, পরদ্বারাভিমর্ষণ এবং বন্ধু পরিত্যাগ, এই তিন দোষ ভয় উৎপাদন করে।"

"লোভ আর কাম রিপুর শ্রেষ্ঠ।
এই দুই হ'তে সকল নষ্ট॥
বিনা এ দুইটি রিপুর জয়।
ধরম করম কিছুই নয়॥"—বিদ্যাবিনোদ।

১৪। অহংকার—

'আমি এই' এইরূপ অভিমান, অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ প্রবৃত্তি। আপনাকে বড় জ্ঞান করা, গর্ব্ব। "অহংকার মহৎ হইতে উৎপন্ন" —সাঙ্খ্যদর্শন। এই অহংকার ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। আমি, আমার গৃহ, আমি পণ্ডিত ইত্যাদি অভিমান।

"অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সম্ভাষো মুহ্যেত্তত্র ন পণ্ডিতঃ॥"—মহাভারত।

যৌবন, রূপ, জীবন, ধনসঞ্চয়, ঐশ্বর্য্য, প্রিয়সম্ভাষ সকলই চঞ্চল ও অস্থির, এই হেতু জ্ঞানবান লোক তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না।

"যথা হি পথিকঃ কশ্চিচ্ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেত্তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥"—হিতোপদেশ।

যেমন কোন পথিক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া বিশ্রাম করে, এবং বিশ্রাম করিয়া পুনরায় গমন করে, সংসারে প্রাণীগণের সমাগমও সেই প্রকার ক্ষণস্থায়ী ও চঞ্চল।

"একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানো হি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি॥"—মনু।

একাকী অবস্থান করত সদাসর্ব্বদা আত্মহিত চিন্তা করিবে। একাকী চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্য শ্রেয়ঃ লাভে সমর্থ হয়।

অহংকারীর হৃদয়ে যন্ত্রণা এবং দুঃখের অন্ত ও অবধি নাই। যে অহংকারের প্রশ্রয় দেয়, তাহার প্রাণে সুখ ও শান্তি থাকিতে পারে না। ইংরাজিতে একটি প্রবচন আছে,—"অহংকার সুখের গরল।"

"Pride is the bane of happiness,"

"অতি দর্পে হত লঙ্কা অতিমানেচকৌরবাঃ।
অতিদানে বলি বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্॥"—চাণক্য।

অতি দর্পে রাবণ হত, অতি অভিমানে কৌরব কুল ধ্বংস ও অতিদানে বলি বদ্ধ, অতিরিক্ত কিছুই ভাল নহে। ভগবান্ দর্পহারী।

"Pride shall have a fall."

অহংকার পতনের সোপান। ভগবান্ বলিতেছেন,—

"অহংকারী পাপী যারা, আমার দেখা পায়না তারা,
দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে।"

আর্ত্ত ও দীন হওয়াই ঈশ্বর লাভের প্রধান উপায়।

মন্তব্য—আত্মনির্ভর হইতে এক প্রকার তেজ সাধু ও সজ্জন লোকের ভিতর দেখা যায়; ইহা বাহ্যদৃষ্টিতে অহংকার বলিয়াই ভ্রম হয়; বস্তুতঃ তাহা অহংকার নহে, আত্মার বিমল জ্যোতি।

"উদ্যচ্ছেদেব ন নমেদুদ্যমো হ্যেব পৌরুষম্।
অপ্যপর্ব্বণি ভজ্যেত ন নমেদিহ কর্হিচিৎ॥"—মহাভারত।

নিয়ত উদ্যত থাকিবে; কোন ক্রমে অবনত থাকিবে না; উদ্যমই পৌরুষ; বরং অপর্ব্বস্থানে ভগ্ন হইবে, তথাপি কোন কালে নত হইবে না। ইহাই তেজোলক্ষণ। বুদ্ধদেব বলিলেন,—

"আচার্য্যো ন হি মে কশ্চিৎ সদৃশো মে ন বিদ্যতে।
একোঽহমস্মি সম্বুদ্ধঃ শীতিভূতো নিরাশ্রবঃ॥"—ললিত-বিস্তর।

"আমার কেহ আচার্য্য নাই, মৎসদৃশও কেহ নাই, আমি একাই সম্বুদ্ধ, প্রমুক্ত এবং কর্ম্মবন্ধশূন্য হইয়াছি।" বোধিমণ্ডের অনতিদূরে গয়াতে আজীবক নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ হয়। ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখমণ্ডলের অনুপম জ্যোতি ও শরীরের নির্ম্মল দিব্য-লাবণ্য সন্দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌতম, তুমি এরূপ ব্রহ্মচর্য্য কোথায় শিক্ষা করিলে?" বুদ্ধদেব উপরোক্ত তেজোময় উত্তর প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত ও হতজ্ঞান হইলেন। বুদ্ধদেব স্বীয়

জীবনের কথা তাঁহাকে বলিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না; ইহা অহংকার নহে, ইহা বালকের মত সরলতা, সত্য ব্যবহার, আত্মজ্যোতিঃ।

১৫। অপরিগ্রহ—

আদর্শ-সাধন ও দেহ-রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত দ্রব্য গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। "আমার কিছুরই অভাব নাই", ইহাই সন্তোষ। তুষ্টি ও তৃপ্তির নামই সন্তোষ।

"সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।"

সন্তোষ হইতে অত্যুত্তম সুখ লাভ হয়। সন্তোষ সাধন আর অপরিগ্রহ সাধন প্রায় তুল্য।

"অসন্তোষপরা মূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষং পরমং সুখম্॥"—মহাভারত।

"মূঢ় ব্যক্তিরাই অসন্তোষপরায়ণ হয়, পণ্ডিতগণ সতত সন্তুষ্ট থাকেন; পিপাসার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ।"

"সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা॥"—মহাভারত।

"সুখই হউক বা দুঃখই হউক, প্রিয় হউক বা অপ্রিয় হউক যাহা ঘটিবে, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবে।"

১৬। আত্ম-পরীক্ষা ঃ—

উপরোক্ত ধর্ম্ম-নিয়ম সাধনে কতদূর অগ্রসর হওয়া গেল, প্রত্যহ রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে তাহার বিচার করা। প্রতি রবিবার ব্যক্তিগত জীবনের একটু একটু ইতিহাস (diary) লিখিয়া রাখা সাধু-জীবন-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। ডাইরীতে প্রাণ খুলিয়া স্বকীয় জীবনের ভ্রমপ্রমাদ ও অভিজ্ঞতার ইতিহাস ও সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিতে হয়; ইহাতে স্বানুভূতি উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট হয়;

কিন্তু স্বানুভূতি গুরু ও শাস্ত্রবাদ (Authority) ব্যতীত সার্থক হয় না। "জীবন-প্রদীপ" এইরূপ লিখনের ফলস্বরূপ ক্রমে উনিশ বৎসর পরে গুরুবাদ ও শাস্ত্রবাদ দ্বারা রক্ষিত ও সমর্থিত হইয়া মুদ্রিত হইল।

মন্তব্য ঃ—প্রবৃত্তি অর্থ ইচ্ছা। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিই মহাফল।

"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তুমহাফলা।"

কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের প্রধান উপায়। যথা,— লোভ হইলে ত্যাগ ; সত্য বলিতে অনিচ্ছা থাকিলে চুপ করিয়া থাকা অথবা "বুক ঠুকিয়া" সত্য কথা বলা ; কামনা আসিলে বিরাগ ; ভোগ আসিলে ত্যাগ ; মোহ আসিলে জ্ঞান ; ক্রোধ আসিলে অক্রোধ। ইহাই ইন্দ্রিয়-দমনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

"ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনম্।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥"—ধম্মপদ

শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা নষ্ট হয় না। অবৈরতা দ্বারাই বৈরতা নষ্ট হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল শান্তি। যে কোন উন্নতি ও অবনতির কথা চিন্তা করিলে এই সত্যটি প্রতিভাত হইবে। প্রত্যাহার, ঃ—চক্ষু ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনাকেই প্রত্যাহার বলে। প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত বশীভূত হয়।

"ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ॥"—মনু।

ইন্দ্রিয়সংযম, রাগদ্বেষাদির ক্ষয় ও প্রাণী মাত্রের অহিংসা দ্বারা মনুষ্য অমৃতত্ব লাভের যোগ্য হয়।

"মুণিনাঞ্চ মতিভ্রম।" "To err is human.'

মুনিদিগেরও মতিভ্রম হয়। যদি অন্যায় কার্য্য করিয়া থাক, তাহা আর করিও না। মন অবস্থার দাস। ভ্রম-প্রমাদ মানবের

সঙ্গে সঙ্গে চলে। অব্রহ্মচারী হইয়াছিলে আর হইও না। ভাল হও। তুমি অনন্ত শান্তি পাইবে।

"পাপঞ্চে পুরিসো কয়িরা ন তং কয়িরা পুনপ্পুনম্।
ন তম্হি ছন্দং কয়িরাথ দুক্খো পাপস্স উচ্চয়ো।"—ধম্মপদ।

যদি কেহ কখন পাপ করে, অন্যায় কার্য্য করে, তবে সে যেন তাহা পুনঃ পুনঃ না করে; যেন তাহাতে ইচ্ছা (আসক্তি) প্রকাশ না করে। পাপ-সঞ্চয় দুঃখ কর।

"আপূর্য্যমাণমচল প্রতিষ্ঠম্
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ॥
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"—গীতা।

"পূর্য্যমাণ, স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদী সকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে। তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ সকল আপনা হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় করে; সেই কারণে তিনি শান্তি লাভ করেন। যিনি ইন্দ্রিয়তাড়িত সুতরাং কামনা পরবশ, তিনি সে শান্তি কদাচ লাভ করিতে পারেন না। কামনা পরিত্যাগই কর্ম্মফল জনিত সুখ লাভের কারণ। কর্ম্মফলজনিত সুখ আসিয়া তাঁহাকে আপনি আশ্রয় করে। তাদৃশ সুখই শান্তি দায়ক। কামনা জনিত সুখে শান্তি নাই, সুতরাং সে সুখ সুখই নয়।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

"সন্তং তস্স মনং হোতি সন্তা বাচা চ কম্মঞ্চ।
সম্মদঞ্ঞাবিমুত্তস্স উপসন্তস্স তাদিনো"॥—ধম্মপদ।

"সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত তাদৃশ ধীর ব্যক্তিগণের (অর্হৎগণের) চিত্ত প্রশান্ত হয়, বাক্য শান্ত হয় এবং কর্ম্মও শান্ত হইয়া থাকে।"—শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

একাদশ কল্প।

৩। ধর্ম্ম-নিয়ম—পন্থা (The laws of duties).

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-শাস্ত্র,—ত্রিপেটক (অভিধর্ম্ম, সূত্র, বিনয়), ধম্মপদ।

(২) বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-নিয়ম :—

বুদ্ধদেবের দশ-উপদেশ,—

(১) "পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদম্।"
প্রাণী হত্যা করিও না।

(২) "অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদম্।"
চুরি করিও না।

(৩) "অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্খাপদম্।"
ব্রহ্মচর্য্যহীন হইও না।

(৪) "মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদম্।"
মিথ্যা কথা কহিও না।

(৫) "সুরা-মেরয়-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদম্।"
সুরা, মৈরেয়, মদ্য ও প্রমাদস্থান পরিত্যাগ কর।

(৬) "বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদম্।"
অসময়ে ভোজন করিওনা।

(৭) "নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্সনা বেরমণী সিক্খাপদম্।"
নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যক্রীড়া পরিত্যাগ কর।

(৮) "মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদম্।"
মালা, গন্ধ ও বিলেপনে অলঙ্কৃত, বিভূষিত ও মণ্ডিত হইও না।

(৯) "উচ্চাসয়ন-মহাসয়না বেরমণী সিক্খাপদম্।"
উচ্চ ও বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করিওনা।

(১০) "জাতরূপ-রজত-পটিগ্গহণা বেরমণী সিক্খাপদম্।"
স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করিওনা।

মন্তব্য ঃ—শুধু প্রথম পাঁচটী নিয়ম, উপদেশ, আজ্ঞা গৃহীদের, এবং সমুদয় দশটী আজ্ঞাই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের অবশ্য প্রতিপাল্য। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটা অংশ। বুদ্ধদেব হিন্দুর অবতার, দশ অবতারের ভিতর ইনি নবম। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার, হিন্দুগণ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশবধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।"—জয়দেব।

দ্বাদশ কল্প।

৩। ধর্ম্ম-নিয়ম—পন্থা (The laws of duties).

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র,—বাইবেল।

(৩) খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-নিয়ম—(Ten Commandments).

1. "Thou shalt have no other gods before me."

(১) ঈশ্বর এক, তাঁহার উপর নির্ভর কর।

2. "Thou shalt show mercy unto thousands of them that love me."

(২) জীবে দয়া কর।

3. "Thou shalt not take the name of the Lord, thy God, in vain.

(৩) বৃথা ঈশ্বরের নাম লইও না।

মন্তব্য :—বৃথা অর্থ অবজ্ঞা বা অগৌরবের সহিত।

4. "Remember the Sabbath to keep it holy."
(৪) রবিবারে বিশ্রাম কর ও পবিত্র থাক।

5. "Honour thy father and thy mother."
(৫) পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা কর।

6. "Thou shalt not kill."
(৬) প্রাণী হত্যা করিও না।

7. "Thou shalt not commit adultery."
(৭) পরদার গমন করিও না।

8. "Thou shalt not steal."
(৮) চুরি করিও না।

9. "Thou shalt not bear false witness against thy neighbours."
(৯) মিথ্যা সাক্ষ্য দিওনা।

10. "Thou shalt not covet anything that is thy neighbours."
(১০) পরদ্রব্যে লোভ করিও না।

মন্তব্য ঃ—শুধু ভাবের অনুবাদ করা হইল মাত্র।

ত্রয়োদশ কল্প।

৪। উপাদান—বাহ্য জগৎ (The world).

(১) স্বাস্থ্য (শরীর, মন ও আত্মা), Health.

(২) মানব-সমাজ (Society).

(৩) অর্থ (Wealth).

(৪) সময় (Time).

(৫) স্থান (Place).

(৬) দ্রব্য-সম্ভার (Material things).

বিশেষ মন্তব্য,—

আয়ের অর্দ্ধাংশ পরিবারের জন্য ; নিজের জন্য আয়ের এক চতুর্থাংশ, এবং অপরের জন্য এক চতুর্থাংশ ব্যয় করাই শ্রেয়ঃ। আয় অর্থ স্বকীয় পরিবারের ব্যয়কুলন করিয়া যে অর্থ সঞ্চিত থাকে।

"দান মেকং কলৌযুগে।"—স্মৃতি
"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ॥"

বাণিজ্যই অর্থলাভের সর্ব্ব প্রধান সোপান। ইংরাজ, জর্ম্মনী, ফ্রেঞ্চ, জাপান্, আমেরিকান্, অষ্ট্রীয়ান্ প্রভৃতি শক্তিপুঞ্জের অপরিমেয় ও অচিন্তনীয় অর্থসংস্থানই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। হিন্দুগণ ধনাধিষ্ঠার্থী দেবী লক্ষ্মীর পূজা করিয়া থাকেন ; বানিজ্যই দেবী লক্ষ্মীর আবাস গৃহ। কৃষি ও মন্দের ভাল। চাক্‌রী করা অত্যন্ত জঘন্য, গর্হিত, নীচ ও হেয় কার্য্য—"শ্বাবৃত্তি।"—মনুসংহিতা ; শ্বাঅর্থ কুকুর। চাকুরীতে বাধ্যবাধকতা ও প্রভুর তৃপ্তি ও প্রীতি সাধনই বিশেষ লক্ষ্য স্থল। ন্যায় নাই, অন্যায় নাই, সকল সময় সকল কার্য্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রভুর অন্যায্যহিত ও তুষ্টি সম্পাদনার্থে "হুজুর, হুজুর" "কর্ত্তা, কর্ত্তা" করায় মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি হয় না ; ইহাতে মনুষ্যত্ব লোপ হইয়া যায়, মানুষ মরিয়া যায়। যে স্থলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন অন্যায় কার্য্য করিতে হয় না, এমন স্বাধীন-জীবিকাই আত্মানুশীলন উজ্জ্বল করে, মানুষকে মানুষ করে। মানবের স্বাধীনতা (free-choice) আছে ; প্রতিরোধ (Compulsion) আত্মানুশীলনের বিরোধী।

(8) সময় (Time).

মন্তব্য ঃ—ছাত্রজীবনই অধ্যয়নের সুসময়। "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।" গৃহী ব্যক্তির অন্ততঃ প্রত্যহ তিন ঘণ্টা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। অধ্যয়ন আত্মানুশীলন উজ্জ্বল করে; আত্মানুশীলন ব্যতীত মানব জন্ম বৃথা। শারীরিক ও মানসিক শ্রম বার ঘণ্টার অতিরিক্ত করা স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। বার ঘণ্টা শুধু অধ্যয়ন করিতে হইলে, অন্যূন অর্দ্ধঘণ্টাকাল গুরুতর ব্যায়াম করা প্রয়োজন; ঘর্ম্ম নির্গমণ পর্য্যন্ত ব্যায়ামের সীমা। অতিরিক্ত ব্যায়াম স্বাস্থ্য হানীকর। স্বাস্থ্যই সুখ।

(৫) স্থান (Place).

মন্তব্য—কুস্থান অবশ্য পরিহর্ত্তব্য।

(৬) দ্রব্য-সম্ভার (Material things).

আত্মানুশীলনের পথে যে দ্রব্য প্রয়োজন তাহার ব্যবহার ও এতদতিরিক্ত দ্রব্যের পরিহার। প্রাচীন ঋষি, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ জ্ঞানী ও কর্ম্মী, সাধনা ক্ষেত্রে আদর্শ।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

সাধু ও সজ্জনগণের সহজ জীবনই বিশেষ লক্ষ্যস্থল। সামান্য গৈরিক বস্ত্র ও কমণ্ডলু দ্বারাই ঋষি, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বিস্তর দ্রব্য-সম্ভারের কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতেন; বর্ত্তমানেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কেমন সুন্দর, সরল ও সহজ জীবন-যাপন করিয়া থাকেন। এ স্থলে এ কথাটি স্মরণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

'Man wants but little here below,
Nor wants that little long."

এই পৃথিবীতে মনুষ্যের অভাব অতি কম এবং সেই অভাবও অধিক দিনের জন্য নহে। "এ চাই, ও চাই, তা চাই" করিও না; ইহাতে অশান্তি। যদি চাওত ভক্তি চাও; শান্তি পাইবে।

চৈতন্যদেব বলিতেছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং।
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ ভক্তি অহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

"হে শ্রীকৃষ্ণ, জগতে কত জনে কত প্রার্থনা করে। কেহ ধন চায়, কেহ কবিত্ব চায়, কেহ সুন্দরী ভার্য্যা চায়, আমার এ সমস্ত বিষয়ে প্রয়োজন নাই। আমাকে তোমার অহৈতুকী ভক্তি দাও। প্রেমের পূর্ণ বিকাশ ক্রমে ক্রমে হয়; প্রেম (love, attachment), সময়-কাল (time), বস্তু (Substance), দিক্-আকাশ (space) প্রভৃতি মনের মূল ও আদি সূত্র, পদার্থ (Category of the mind, ideally real), ভক্তি ও ভাব (Emotion), প্রেমজ্ঞান স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর করে। এই ভক্তিই অহৈতুকী ভক্তি, ভক্তির বিশেষ বিকাশ, স্পষ্টতর প্রেম।

"Plain living and high thinking"

"স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥"—হিতোপদেশ।

বনজাত শাকাদি দ্বারাই যখন ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তখন এই দগ্ধ উদরের জন্য কে মহাপাতক করিবে? অতি অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য; কামনাই দুঃখ।

চতুর্দ্দশ কল্প।

৫। অভাব-আবশ্যক-প্রয়োজন (Necessity).

সত্যই অবলম্বনীয় এবং সত্যই আশ্রয়, ইহার নিমিত্ত মৃত্যুও অমৃত। আত্মানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নিয়ম-প্রণালীরই পরিবর্ত্তন হয়। এমত অবস্থায়, অভাব, আবশ্যক, প্রয়োজন বুঝিয়া সত্যানুযায়ী কার্য্য করাই বিধেয় ও শ্রেয়ঃ।

"Necessity has no law."

পঞ্চদশ কল্প।

৬। দৈনিক কর্ত্তব্য (Routine of duties)

প্রাতঃকৃত্য ঃ—(১) নিদ্রাত্যাগ। (২) সঙ্গীত ও স্তোত্রপাঠ। (৩) শয্যাত্যাগ,। (৪) জলপাত্র ও গামোছা গ্রহণ। (৫) মলমূত্র ত্যাগ। (৬) দন্তধাবন। (৭) জীহ্বোল্লেখ। (৮) মুখ, হস্ত ও পদ প্রক্ষালন। (৯) ঊষাপান। (১০) দর্পণে মুখ দর্শন। (১১) দ্রব্যাদি যথাস্থানে স্থাপন। (১২) মৌনাবলম্বন। (১৩) অধ্যয়ন ও গৃহকার্য্য।

মাধ্যাহ্নকৃত্য ঃ—(১) শৃঙ্খলা। (২) বস্ত্র, গামোছা, তৈল ও জলপাত্র গ্রহণ। (৩) তৈলমর্দ্দন, মস্তকে জলসিঞ্চন, গাত্রমার্জ্জন, স্নান। (৪) বস্ত্রত্যাগ ও বস্ত্রধৌত করণ। (৫) দ্রব্যাদি নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপন। (৬) মাথা আচ্রাণ। (৭) ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, যথা গীতাপাঠ। (৮) ঈশ্বরে নিবেদনান্তে আহার। (৯) মুখশুদ্ধি (হরীতকী, ধনে, মৌরী, যষ্ঠীমধু, বড় এলাচ)। (১০) শতবার পাদ-চারণ। (১১) বাম পার্শ্বে শয়ন। (১২) কর্ম্মস্থানে বা বিদ্যালয়ে গমন, অবস্থান ও প্রত্যাগমন। (১৩) বিশ্রাম। (১৪) মুখ,

হস্ত ও পদ প্রক্ষালন। (১৫) জলযোগ। (১৬) বিশ্রাম। (১৭) পত্র-লিখন। (১৮) সংবাদপত্র পাঠ। (১৯) অধ্যয়ন ও গৃহকার্য্য।

মন্তব্য ঃ—বন্ধে বন্ধু, আত্মীয় ও গুরুসন্দর্শনাদি; স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থপাঠ; অধ্যয়ন ও গৃহকার্য্য।

সান্ধ্যকৃত্য ঃ—(১) সেবা (Selfless service), যথা পীড়িত বন্ধু, আত্মীয় ও গুরুজনের সেবা। (২) ব্যায়াম ও ভ্রমণ। (৩) মুখ, হস্ত ও পদ প্রক্ষালন। (৪) ধ্যান, সঙ্গীত অথবা স্তোত্রপাঠ। (৫) মৌনাবলম্বন।

নৈশকৃত্য ঃ—(১) অধ্যয়ন ও গৃহকার্য্য। (২) আহারাদি পূর্ব্বরূপ। (৩) বিশ্রাম। (৪) অধ্যয়ন। (৫) সমস্ত দিবসের কার্য্যের হিসাব গ্রহণ। (৬) উপাসনা ও নাম-জপ। (৭) নিদ্রা।

বিশেষ মন্তব্য ঃ—রবিবারে বিশ্রাম, ডায়েরী লিখন। সাধুসঙ্গ ও তীর্থাদি ভ্রমণ। একাদশীতে উপবাস, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, যথা গীতাপাঠ, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নিশিপালন। বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও কার্য্যের জন্য এই দৈনিক কার্য্যের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মে মনোসংযোগ ও কৌশল প্রদর্শন। "যোগ কর্ম্মসু কৌশলম্।"—গীতা।

স্তোত্র।

"নমো নমস্তে ভগবন্ দীনানাং শরণ প্রভো!
নমস্তে করুণাসিন্ধো নমস্তে মোক্ষদায়ক।
পিতা পাতা পারিত্রাতা ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ
গতির্মুক্তিঃ পরা সম্পৎ ত্বমেব জগতাং পতিঃ।
পাপগ্রাহ-সমাকীর্ণে মোহনীহার-সংবৃতে
ভবাব্ধৌ দুস্তরে নাথ নৌরেকা ভবতঃ কৃপা।
ত্বৎকৃপা-তরণীং দেহি দেহি নাথ বরাভয়ম্
মৃত্যু-মায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহিমেঽমৃতম্।
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্তাত্মা ভক্তস্তে ভক্তবৎসল
নির্ব্বাণং যাতু পাপাগ্নিস্ত্বৎ প্রসাদাৎ পরেশ্বর!"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সমাপ্ত।